# BEHALA-DARPAN

AN

EXHAUSTIVE TREATISE ON VIOLIN, WITH PRACTICAL HINTS TO LEARN AND MASTER THE INSTRUMENT, AS WELL AS NOTATIONS OF MANY *Gat*, *Alap* &c., AND WITH A CHAPTER ON MATHEMATICAL MUSIC

BY

NABIN KRISHNA HALDAR.

# বেহালা-দর্পণ

ও

## গণিত-সঙ্গীত।

শ্রীনবীনকৃষ্ণ হালদার প্রণীত।

RELIANCE PRESS : CALCUTTA.

শ্রীপুলিনচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬ নং হেমচন্দ্র করের লেন, কম্বুলিয়াটোলা,

কলিকাতা।

১৮৯৬.





মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র। [ ভিঃ পিঃ ডাকমাশুল ।৹ আনা।

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে এই
পুস্তক রেজিষ্টরী করা হইয়াছে।

---

Calcutta:
PRINTED BY AMULLYA CHARAN SIRKAR,
RELIANCE PRESS:
No. 4, HEM CHANDRA KERR'S LANE,
KUMBULIATOLA.

---

# উৎসর্গ পত্র।

নবদ্বীপাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

মহামহিমার্ণবেষু।

নিখিল বঙ্গদেশ মধ্যে, যে মহাবংশ দানে বলির তুল্য, ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির, বিদ্যায় বেদব্যাস ও জাতিতে ব্রাহ্মণ, মহোদয়! আপনি সেই মহান্ বংশ-তরুর মধুময় ফল। সেই ফলের মধুরতায় আবার কুলগত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও জাতীয় বিদ্যাধন রক্ষণ রূপ সৌগন্ধ সংযোগে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইতেছে। যাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য অন্যূন বিংশতি লক্ষ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত নিয়তই উত্তোলিত রহিয়াছে, তাঁহার এবম্বিধ গুণগ্রাম দর্শন করিলে কাহার হৃদয় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনন্দরসে আপ্লুত না হয়? মহারাজ! আমিও আজ সেই আনন্দে বিভোর হইয়া, মদীয় উপবনে অবস্থান করতঃ "বেহালা-দর্পণ" নামক যে সঙ্গীত-গ্রন্থখানি গ্রন্থন করিয়াছি, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলগত স্নেহ-রস মাখাইয়া সেই বন-কুসুমহার আজ আপনার কণ্ঠে পরাইয়া দিলাম; উপেক্ষিত না হইলে কৃতার্থ হইব। ইতি

একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনবীনকৃষ্ণ হালদার,

গোকনা।

# বিজ্ঞাপন।

অধুনা এতদ্দেশে দিন দিন জাতীয় সঙ্গীতের আদর বৃদ্ধি হইতেছে। কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত শিক্ষাবিধায়ক বিবিধ পুস্তক প্রণীত ও প্রচার বাহুল্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বর-লিপির উপকারিতা বিষয়ে সাধারণের এরূপ শুভ সম্মতি নিতান্ত সুখের বিষয়। বস্তুত, যে বিদ্যা বর্ত্তমানে লিপিবদ্ধ হইয়া ভবিষ্যৎ জনগণের কর্ণ কুহরে মন্ত্র প্রদান না করে, সে বিদ্যার উন্নতি ও শিক্ষা-পথ অত্যন্ত জটীল ও জঞ্জালপূর্ণ। কিন্তু ধ্বংশ-পথ অতি প্রশস্ত। একটী রাজ-বিপ্লব অথবা দেশব্যাপী মহামারী সংক্রমণে তাহা অনন্ত কাল-গর্ভে বিলীন হয়। এই জন্য, লিপিগত বিদ্যার আদর দেখিলে মনে প্রকৃতই আশার সঞ্চার হয়।

ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ রাজ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের বীজ বপনে এক্ষণে সেই আশালতা সুফল প্রদান করিতেছে। পুরাতন গৎ, গান, আলাপ ও নূতন উচ্ছ্বাস সকল লিপিবদ্ধ হইয়া, সাধারণের নয়ন সম্মুখে উপনীত ও সাদরে গৃহীত হইতেছে। সুতরাং শিক্ষা-স্রোত যে একটু গতিশীল হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে সুমধুর বেহালা যন্ত্রের উপর সাধারণের কিছু বেশী আশক্তি দেখা যাইতেছে; এই জন্য, যাহাতে বিনা গুরূপদেশে শুদ্ধ পুস্তক দেখিয়া ঐ যন্ত্র শিক্ষা ও তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করা যায়, সেইরূপ উপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। কৃতকার্য্যতা লাভ কত দূর হইবে, তাহা শিক্ষার্থী মহাশয়দিগের বিচারাধীন। তবে, আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, অনূ্যন পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল বেহালা বাজাইয়া যাহা কিছু অঙ্গুলী-গত হইয়াছে, তাহার সার-সংগ্রহে এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইল।

স্বর-লিপির জটীলতা দেখিয়া কেহ যেন নিরুদ্যম হইবেন না। ক্রমে ক্রমে উঠিলে হিমাদ্রি লঙ্ঘনও সুসাধ্য হয়। স্থির বুদ্ধি, যত্ন ও সাধনা থাকিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হইবে। স্বরলিপি-কৌশল, জ্যামিতি অপেক্ষা কিছু কঠিন নহে। তবে লয় ও সুর-বোধ যে দেব-দুর্লভ সামগ্রী, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু অভ্যাসও সামান্য জিনিষ নহে। অভ্যাস বলে নিত্য সুর নিচয় ও লয় জ্ঞান, পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতির ন্যায় ক্রমে জাগরিত ও আয়ত্ত হইতে থাকে।

পরিশেষে পূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, আমার পরম প্রিয়তম ছাত্র ধান্যকুড়িয়া নিবাসী শ্রীমান্ বাবু মহেন্দ্রনাথ গাইনের একান্ত যত্ন, উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যে আমি পুস্তক খানি মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। ভক্তিমান ছাত্র নিজে শিক্ষিত বলিয়া শিক্ষাকার্য্য প্রসার জন্য গুরুর যথেষ্ট উপকার করিয়া চির-আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন। আরও কোন কোন মহোদয় আমাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, সে সকল নাম হৃদয়-ফলকে মুদ্রিত রহিল, ইতি।

গোকনা, ২৪ পরগণা।<br>আশ্বিন, ১৩০৩ সাল।

শ্রীনবীনকৃষ্ণ হালদার।

# অশুদ্ধ সংশোধন।

[ পুস্তকখানি হস্তগত হইলে, অগ্রে ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন। ]

| পৃষ্ঠা | পঙ্ক্তি | অক্ষর সংখ্যা | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|
| ৩০ | ৩ | ৫ | সাঁ | সাঁ |
| ৩২ | ৪ | ৭ | নি | নি |
| ৫০ | ৩ | ১ | নি | নিঁ |
| ৬২ | ১১ | ১১।১২।১৩ | নিঁ সা ঋঁ | নিঁ সা ঋঁ |
| ৭১ | ২ | | পুণ | পূর্ণ |
| ৭৭ | ৪ | | লইলে | হইলে |
| ৭৭ | ১৪ | ১ | সা | সা |
| ৮৭ | ৫ | ৩ | সাঁ | সা |
| ৮৭ | ২ | ১৩ | | ন |
| ৯৩ | ১ | ৫ | নি | নি |
| ৯৮ | [illegible] | | ম | ম |
| ১০০ | ১ | ৪ | সা | সা |

গণিত সঙ্গীত।

| পৃষ্ঠা | পঙ্ক্তি | অক্ষর সংখ্যা | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১০ | | গুলিকো | গুলিকে |

# সূচী-পত্র।

## OPINION.

এই পুস্তক সম্বন্ধে কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বেত্তা, বেহালা প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রের অদ্বিতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লবো সাহেব মহোদয়ের মন্তব্য।

"I do hereby certify that Babu Nabin Kristo Haldar has composed a book of songs in Hindu-music, and I have made him play and sing all the pieces over to me from his said book.

I find the composition to be very excellent and I can confidently recommend the book to all Rajahs, Zeminders, Hindu Gentlemen &c. &c. who are lovers of music and song."

(Sd.) C. Lobo.

# উপক্রমণিকা।

## সঙ্গীত।

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।

গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার নাম সঙ্গীত। ইহারা পরস্পর এক যোগে, অথবা পৃথক রূপে সাধিত হইলেও, সঙ্গীত অভিধানে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে নৃত্য ও বাদ্য সুদ্ধ উৎসাহ ব্যঞ্জক ; এই জন্য কেবল উৎসবাদি কার্য্যে উহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাগ রাগিণী ও গীতই প্রকৃত সঙ্গীত। ইহা দ্বারা মানব রুদ্ধ, হৃদয়ের মর্ম্মস্থান উদ্‌ঘাটিত করিয়া, মর্ম্ম কথা প্রকাশ করিতে, ও অতি শুষ্কপ্রাণ ব্যক্তিরও সহানুভূতি লাভ করিতে, অনায়াসেই সমর্থ হয়। আবার যখন উহাদিগের সুসংযোগ সংঘটিত হয়, তখন সংসারের কোন পদার্থই মধুরতায় উহার নিকট স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই জন্য জগতের যাবতীয় জনগণ, ঐ সঙ্গীত শুনিবার জন্য ব্যস্ত, এবং শিখিবার জন্য লালায়িত। কিন্তু শুনিবার অপ্রতুল না হইলেও শুনাইবার শক্তি লাভ করা বড় সহজসাধ্য নহে। অতুল ধনরত্নাধিকারী রাজরাজেশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডার, অথবা প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ বীর পুরুষের আরক্তিম লোচন, কিছুতেই উহাকে অনায়াসে উপার্জ্জন করিতে পারে না। গুরূপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক শুদ্ধাচারে ও একান্ত মনে সাধনা করিতে পারিলে, তবে ঐ স্বর্গীয় সামগ্রী ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত হইতে থাকে।

এই যে দেবদুর্লভ সঙ্গীত, ইহার স্বভাব কি ? কিরূপেই বা ইহা কার্য্যকারী হয় এবং ইহা দ্বারা মানব সমাজ কি উপকারই বা প্রত্যাশা করেন ? তাদৃশ অর্থকরী বিদ্যা ত নয়, তবে কি জন্য লোকে জীবনের দীর্ঘকাল ব্যাপিত অস্থি ভঙ্গ পরিশ্রম করিয়া উহা অভ্যাস করিবে ? মনোমধ্যে যুগপৎ এই সকল প্রশ্ন উদিত হইলে, বিষম চিন্তায় পতিত হইতে হয়। কিন্তু কোন একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া নাকি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, এই জন্য আমরাও উহাতে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করি না। অতএব উন্মত্তের অলীক প্রলাপের ন্যায় যাহা কথঞ্চিৎ কথিত হইবে, সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট তাহা অবশ্যই মার্জ্জনীয়, আমাদিগের ইহাই কেবল একমাত্র ভরসা স্থল।

পরম করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, করুণা প্রভৃতি কতকগুলি কমনীয় মনোবৃত্তি প্রদান করিয়া, অনন্ত সুখের অধিকারী করিয়াছেন। সঙ্গীতও সেইরূপ একটী মানসিক শক্তি বিশেষ। অল্পাধিক পরিমাণে মনুষ্যমাত্রেই ঐ সঙ্গীতশক্তির অধিকারী। (১) কোন আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হইলে হৃদয়স্থ সঙ্গীত লহরী আপনা হইতেই উত্থিত হইয়া নিদ্রিত বৃত্তি নিচয়কে জাগরিত করিয়া দেয়, ও তন্মুহূর্ত্তেই কণ্ঠ-পথ বা অঙ্গচালনাদি সঙ্কেতে মনোগত উপস্থিত ভাবের জাজ্বল্যমান অভিনয় করিতে থাকে। ইহার প্রমাণ সংগ্রহ জন্য অধিক আয়াস পাইতে হয় না। কোন আনন্দজনক ঘটনা উপস্থিত হইলে, সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ, এক অভূতপূর্ব্ব কলরব করিয়া উঠে ; ও করতালি সহযোগে নৃত্য করিতে করিতে সেই দিকে ধাবিত হয়। মাতৃ-ক্রোড়স্থ দুগ্ধপোষ্য শিশু, ক্ষুধা শান্তির পর স্মিতবদনা প্রসূতির করাবলম্বনে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার পিপাসিত প্রাণে অমৃতধারা বর্ষণ করে। আবার সেই দুরন্ত শিশু জননীর জগন্মোহন ঘুম পাড়ানিয়া গানে নিদ্রিত হয়। এই সকল প্রমাণ দর্শনে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, সঙ্গীত রত্ন আমরা ভূমিষ্ঠ হইবার দিন হইতেই প্রাপ্ত হই, এবং অনুকূল ঘটনা সংযোগে তাহা হইতে আলোক বিকীর্ণ হইয়া, আমাদিগের অন্ধকারময় হৃদয়ক্ষেত্রকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলে। কিন্তু তথাপি ঐ অমূল্য নিধিকে, যিনি যে পরিমাণে পরিমার্জ্জন করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে আপনাকে আলোকিত ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে পুলকিত করিতে সমর্থ হইবেন।

বিশুদ্ধ রাগ রাগিণীগুলি ঐরূপে মানবজাতির শৈশবাবস্থাতেই সৃজিত হইয়াছিল। যখন সেই পরমা প্রকৃতির অভিনব নন্দন জননীর অঙ্কশয্যায় যোগনিদ্রাভিভূত ছিলেন,

---

(১) কেহ কেহ আবার পূর্ব্বজন্মের সাধনা বা দেবপ্রসাদ ফলে ঐ সঙ্গীত শক্তিটী আকরগত মণিখণ্ডের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এক ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া কণ্ঠের সুর ঠিক করিতে পারেন না, কিন্তু একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালকের কণ্ঠে বিশুদ্ধ সপ্ত সুরের সমাবেশ ইহা অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহাই তাহার জন্মান্তরের সাধন ফল।

তখন সেই পর্ণ-কুটীর-বৎ স্মৃতিকাগারের চতুষ্পার্শে, কখন বা ভূতগণের সৃষ্টি সংহারিণী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, কখন বা স্থিরসমুদ্রসম, অচল, অটল, সুগভীর শান্তমূর্ত্তি ও কখন বা মধুরতায় পরিপূরিত, সুগন্ধি কুসুমকাননের অপূর্ব্ব নবীন ভাব। এই সকল বিসদৃশী ঘটনা সংযোগে সেই প্রথম শিশুর কোমল হৃদয়, ভয়, বিস্ময় ও হর্ষাদি রসে উদ্বেলিত হইয়া, সঙ্গীতালোকে উজ্জ্বলময় হইয়া উঠে; ও তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার ইষ্টদেব স্বরূপ রাগ গুলি ঐ জ্যোতির্ম্ময় ক্ষেত্রে আসিয়া স্বয়ম্ভূ রূপে সমুদিত হন। কেনই বা না হইবেন? উৎকৃষ্ট পাত্রে অমৃত রস সঞ্চিত হইলে তাহাতে আপনা হইতেই দানা বাঁধিয়া যায়।

যক্ষ, রক্ষ, দানবাদি পরিসেবিত ও ভীষণ সিংহ ব্যাঘ্রাদি সঙ্কুল ভূমণ্ডলের নাভি স্বরূপ, পবিত্র কৈলাস ভূধরে অবস্থান করতঃ ভগবান ভবানীপতি বিশ্বতত্ত্ব নিরূপণে উন্মত্ত রহিয়াছেন। রজনীযোগে, অসুরদিগের, হৈ, হৈ, রৈ, রৈ শব্দে ও হিংস্র জন্তুদিগের অলার গম্ভীর গর্জ্জনে, উপত্যকা ভূমি ঘন ঘন কম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এমন সময় তপনদেবের অগ্রদূত স্বরূপ, শুক্র তারা সমুদিত হইল। আর ভয় নাই, এখনই ঐ তিমির-বসনা-নিশা রাক্ষসী সহচরগণ সহিত পর্ব্বত গুহায় পলায়ন করিবে; হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ রসে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে। সেই শুভক্ষণে, অনাদিনাথ বিশ্বেশ্বরের মহিমা বর্ণনে নীলকণ্ঠের কণ্ঠ হইতে ভৈঁর রাগের সৃষ্টি হইবে, ইহা কোন্ ব্যক্তি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন?

বৈশাখের মধ্যাহ্ন সময়—প্রচণ্ড রবি কিরণে ভূমণ্ডল যেন দগ্ধ হইতেছে। তাহাতে আবার, দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া, পর্ব্বতাকার জাঁখিরাশি সৃষ্টি ভস্মীভূত করিতে করিতে প্রবল বেগে প্রধাবিত হইয়াছে। অশ্ব, হস্তী এবং হরিণাদি, আরণ্য পশু সকল দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। কেহ অগ্নিজালে বেষ্টিত, কেহ তড়াগমধ্যে পতিত এবং কেহ বা মদবারি সিঞ্চন করিয়া উত্তপ্ত শরীর শীতল করিতে নিযুক্ত। সহসা এইরূপ প্রলয়কাল উপস্থিত দেখিয়া, সেই মাহেন্দ্র লগ্নে, পঞ্চতপব্রত পঞ্চাননকণ্ঠে দীপক রাগের আবির্ভাব হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি! এইরূপ বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রসের উচ্ছ্বাসে ও বিভিন্ন কার্য্য কারণ সংযোগে, বিভিন্ন পাঞ্চভৌতিক ঘটনায়, ভাবে বিভোর হইয়া, মহাদেব, ভৈঁর, শ্রী, মেঘ, বসন্ত ও দীপক, এই পঞ্চরাগ সৃজন করিয়া পঞ্চাননে গান করিয়াছিলেন। তৎপরে ভগবতী পার্ব্বতী হইতে নট্ নারায়ণ রাগ গীত হইয়া, এই ষড় রাগ ধরাধামে প্রচলিত হইয়াছে। (১)

রাগিণীগুলিও ঐরূপ এক একটী হৃদয়গত ভাব সমুদ্রের তরঙ্গ বিশেষ। উহাদিগকে, পূরবী, গৌরী, যোগিয়া, ভৈরবী এবং সাহানা ইত্যাদি না বলিয়া শান্তি, ভক্তি, মায়া, মমতা ও আনন্দা বলিলেই যথার্থ নাম ধরিয়া ডাকা হয়।

---

(১) রাগ রাগিণীর সংখ্যা, জাতি ও অবয়বাদি সম্বন্ধে ভারতে বিবিধ মত প্রচলিত আছে। যথা;— ভরত, কল্লীনাথ ও হনুমন্ত প্রভৃতি। কিন্তু বঙ্গদেশে ভরত ঋষির মতই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

কোন পতিবিয়োগবিধুরা রমণী, অথবা পুত্র-শোককাতরা জননী, অসহনীয় মর্ম্মব্যথায়, আত্মবিস্মৃত হইয়া, প্রমুক্ত কণ্ঠে রোদন করিয়াছিলেন। এক সুরজ্ঞ সংসার-চিত্রকরের হৃদয়-ফলকে তাহা চিত্রিত হইয়া ঐ প্রাণঘাতিনী ক্রন্দনের ধারাবলম্বনে কোমলময়ী ভৈরবী অথবা ললিতাদি রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

একদা শ্রাবণের রজনীযোগে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, দিঙ্মণ্ডল ঘোর অন্ধকারময়। রুম রুম, ঝুম ঝুম করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। বায়ু নিস্তব্ধ, সংসার নিদ্রিত। জাগরিত কেবল ভেকনিচয়। আর জাগরিত কোন দীর্ঘ প্রবাসীজনের গৃহাবগুণ্ঠনবতী পত্নী। সেই পতিব্রতা সতী, একাকিনী আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া, করতলে গণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক নাথচিন্তায় উন্মনা। দারুণ বিরহ যন্ত্রণার প্রবল পীড়নে সহসা প্রাণের মধ্যে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়া হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আর থাকিতে পারিলেন না। গুরুগঞ্জনা ভয় আর স্থান পাইল না। অমনি সুকোমল কণ্ঠ ফাটিয়া, মর্ম্মস্থান হইতে স্বয়মাগত ক্রন্দনের ধার প্রবাহিত হইল। আহা! সেই মধুর-অস্ফুট স্বরে আপনার দুঃখকাহিনীগুলি সংযুক্ত করিয়া, তিনি যে অমৃতময়ী প্রেমগাথা গাহিয়াছিলেন, যাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ গলে, সাগর শুকায় ও তরুতরু মঞ্জরিত হয়, তাহার মহিমা বর্ণন করে কার সাধ্য? এবং কেই বা এমন ভাগ্যবান যে, সেই মর্ম্মভেদী স্বর্গীয় সুরের সহিত স্বকীয় হৃদয় মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে মোল্লারী আদি রাগিণী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন? কিন্তু সমর্থ হইয়াছিলেন একজন, যাহার সংসার! যাঁহার সংসারে ঐ সকল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল; তিনি, সেই সর্ব্বলোক শ্রেষ্ঠ পিতামহ ঠাকুর।

অনন্তর ভগবান্ পদ্মযোনি তাঁহার বিস্তীর্ণ ভবগৃহে, ঐরূপ মোল্লারী আদির ন্যায় ছত্রিশটী অনূঢ়া কন্যা লইয়া সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। কন্যাগণ, কেহবা অতি দীনভাবে নিরন্তর রোদন করিয়া জগতের অশ্রু দর্শনে সংকল্পা। কেহ বা আনন্দময়ীর প্রতিমা সাজিয়া সংসারবাসীকে উল্লাস দানে তৎপরা। কেহবা বিভ্রম বিলাসভরে ভুজঙ্গ নিন্দিত বেণী বন্ধনে নিযুক্তা এবং কেহবা নবযৌবন গৌরবে অবিশ্রান্ত হাস্যরসে নিমগ্না। কুমারীদিগের ত এইরূপ অবস্থা। ওদিকে আবার শিব-শক্তি সম্ভূত ষড়রাগ, সন্ন্যাসীর ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। অতএব প্রজাপতি মহাশয়, উঁহাদিগের পরস্পর কোষ্ঠী আদি দর্শন পূর্ব্বক উপযুক্ত কাল-লগ্নে এক একটী রাগের সহিত ছয় ছয়টী কন্যাকে লইয়া, দৃঢ়তর পরিণয় সূত্রে বন্ধন করিয়া দিলেন। অনন্তর অনুগত পরিজনবর্গের উত্তেজনায় ঐসকল রাগ রাগিণী হইতে অসংখ্য সন্তান সন্ততির জন্ম হইয়া, আজ তাঁহার সংসার জাজ্জ্বল্যমান ও আনন্দ কোলাহলপূর্ণ।

| উৎসাহ, সাহস, গাম্ভীর্য্য ও সমর-লিপ্সা প্রভৃতি পুরুষোচিত ওজগুণযুক্ত ছয় রাগ। | প্রেম, বাৎসল্য, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি স্ত্রী-জাতি সুলভ কোমল গুণযুক্তা ছত্রিশ রাগিণী। |
| --- | --- |
| ভৈঁরু বা ভৈরব ... | ভৈরবী, সিন্ধু, রামকেলী, গুণকেলী, বাঙ্গালী, গুর্জ্জরী। |
| শ্রী ... ... | গৌরী, ত্রিবেণী, মালশ্রী, কেদারী, পাহাড়ী, মধুমাধবী। |

| | | |
|---|---|---|
| বসন্ত | ... ... | দেবগিরি, দেশী, বরাটী, টোড়ী, ললিতা, হিন্দোলা। |
| মেঘ | ... ... | মোল্লারী, সুরটী, কৌশিকী, সাবেরী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারী। |
| দীপক বা পঞ্চম | ... | বিভাষী, ভূপালী, কর্ণাটী, পটহংসিকা, মালবী, পটমঞ্জরী। |
| নট নারায়ণ | ... | কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী, হাম্বিরা। |

এক্ষণে মানবসমাজ সঙ্গীত হইতে কোন উপকার পাইয়া থাকেন কিনা, সেই বিষয় কথঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। সাধারণতঃ লোকে উহাকে কেবল আমোদ আহ্লাদের জিনিষই মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সঙ্গীতের কোন উপকারিতা দৃষ্ট না হইলেও অলক্ষ্য ভাবে উহা হইতে আমরা প্রভূত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি। স্কন্ধচ্যুত বিশাল হিমালয় শৃঙ্গ, শাল তাল তমালাদি বৃক্ষরাজি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নক্ষত্র বেগে পতিত হইতেছে; তাহাকে প্রতিরোধ করে এমন শক্তি বাহ্যজগতে নিতান্ত দুর্লভ। কিন্তু অন্তর্জগৎ হইতে যদি ঐরূপ কোন বৃত্তি বিশেষ একান্ত প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে প্রধাবিত হয়, তবে তাহাকে কেবল একমাত্র সঙ্গীত বন্ধনেই আবদ্ধ করা যাইতে পারে।

নৃশংসতার পূর্ণ মূর্ত্তি অসংখ্য মানবহন্তা রত্নাকর, মহর্ষি নারদের বীণা ঝঙ্কার মিশ্রিত রাম নাম গানে, মলিনতম লৌহ হইতে তপ্ত কাঞ্চনে পরিণত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি হিন্দু জাতীয়গণ, সেই সুবর্ণ-খণ্ডের রেণুকা সংগ্রহ করিয়া সঙ্গীত পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছেন। অতিবড় পাষণ্ড মহাপাপমতি প্রসিদ্ধ জগাই, মাধাই, নিতাই চৈতন্যের প্রাণবধে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া, মঠ বেষ্টিত প্রাচীরের অন্তরালে দণ্ডায়মান। অন্তরে অন্য ভাব নাই, প্রতিক্ষণ কেবল সুযোগ অন্বেষণেই ব্যস্ত রহিয়াছে। এমন সময় সেই মঠ হইতে মধুর মৃদঙ্গ সহযোগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের ললিত সুর লহরী তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, এবং অনতিবিলম্বেই সঙ্গীতের প্রাণচালিনী বৈদ্যুতিক শক্তিগুণে তাহাদিগের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হইয়া, চিরপোষিত জীঘাংসাকালিমা ভক্তি স্রোতে বিধৌত হইয়া গেল। কজ্জলি হিঙ্গুলে পরিণত হইল। অনন্তর তাহারা দ্রুতবেগে চৈতন্যদেবের চরণতলে পতিত হইয়া মুক্তি ভিক্ষা ও দীক্ষালাভ করতঃ ভক্তিমার্গের চরমসীমায় উপস্থিত হইল।

শুদ্ধ ইহা বলিয়াও নহে; অমৃতময় সঙ্গীত সেবনে, কত কত উৎকট ব্যাধিগ্রস্তগণও চিরজীবনের জন্য সেই অসাধ্য রোগ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন। অদ্যাপি কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় (১) কেবল মাত্র ভক্তি রসাশ্রিত গান গাহিয়া অসংখ্য রোগীকে আরোগ্য পথে আনিতেছেন। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ নানা স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সঙ্গীতের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা দ্বারা মানবের ধর্ম্মভাব যেমন রক্ষিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। যদি এ প্রদেশে যাত্রা, কীর্ত্তন এবং কথকতা প্রভৃতি

---

(১) কর্ত্তা ভজা সম্প্রদায়।

ধর্ম্ম সঙ্গীতগুলি না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্ম যে কি পদার্থ সাধারণে তাহা কিছুই জানিতে পারিত না। সুতরাং আমাদিগের হৃদয়ও মরুময় ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া আমরা পশ্বাচারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল হইতাম, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে দশ জন বাগ্মী বক্তৃতা করিয়া যে কার্য্য করিতে না পারেন, একটী ভাল যাত্রা সম্প্রদায় তদপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে সমর্থ। আবার পূর্ব্ব কথাগুলি স্মরণ করিয়া দিবার, অথবা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার ক্ষমতা, সঙ্গীতের ন্যায় বুঝি আর কাহারও নাই। ইহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের সূত্র স্বরূপ। বর্ত্তমান সভ্য জগতের অতি আদরের সামগ্রী যে ইতিহাস গ্রন্থ, তাহা এই সঙ্গীত হইতেই প্রসূত।

যে বেদ আর্য্যজাতির অতি পবিত্র ও পুরাতন ধন, তাহাও এক সময় সঙ্গীতরূপে মানবের কণ্ঠেই প্রচারিত হইত। ফলতঃ সঙ্গীত, অতীত ঘটনা সকল বর্ত্তমানে চিত্রিত করিয়া, কোন স্থলে বা ভবিষ্যতের নরকযন্ত্রণার ভয়ে ভীত করিতেছে; কখন বা অপ্সরা সেবিত পরমানন্দময় নন্দন কাননের সুখ সম্পত্তি দেখাইয়া, উৎসাহের উৎস খুলিয়া দিতেছে। এইরূপে সঙ্গীত, যাবতীয় মানবকুলের কার্য্য প্রণালী ও জীবন যাত্রার সামঞ্জস্য সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া সংসারকে সুখস্থান করিয়া তুলিয়াছে।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, যদিও সঙ্গীতের বিবিধ মহোপকারিতা শক্তি আছে; কিন্তু তত অর্থকরী বিদ্যা ত নয়; তবে কি জন্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আয়াস ও যত্ন সহকারে, লোকে উহা অভ্যাস করিবে? এই প্রশ্নের উত্তর দানে আমি অক্ষম, কেননা অর্থই কি জগতের সার পদার্থ হইল? অর্থে কাহার সঙ্কুলান হয়? আপনা হইতে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে ধনী দরিদ্র সবই এক সমান। সকলেরই অভাব পরিপূর্ণ। তবে যদি সুখ ও শান্তি, জীবন বৃক্ষ ধারণের উৎকৃষ্টতম—ফল ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আপনি হৃদয়-ক্ষেত্রে যে সঙ্গীত তরু রোপণ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রতি নিয়তই ঐ দুইটী অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া, পাপ তাপ ও ভয়াদি সঙ্কুল সংসারের ঘোর চক্র হইতে রক্ষিত ও আপনাকে বিমলানন্দ উপভোগের অধিকারী করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা নিশ্চিত, এবং এই নিশ্চয়তা আছে বলিয়াই তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিগণ অশেষবিধ বাধাবিপত্তি সহ্য করিয়াও ঐ পরামৃত লালসায় জীবন ক্ষয় করিয়া থাকেন। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনই যাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগের জন্য ত বিবিধ ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা এ ঝঞ্ঝাটে কেন আসিবেন? ইহাতে সুখ আছে, সম্পত্তি নাই; শান্তি আছে, সম্ভোগ নাই। অতএব যাঁহারা ভোগ-বাসনাকে তুচ্ছ করিয়া সন্তোষের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহারাই এই পথে আসুন। আবার মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঙ্গীতে যে একেবারেই অর্থাগম হয় না, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব? যাঁহারা উৎকৃষ্টরূপ সঙ্গীত করিতে পারেন, তাঁহাদিগের কিছুই অসঙ্কুলান থাকে না। জীবনোপায় জন্য অন্য পথ অবলম্বন না করিয়া যাহাতে তাঁহারা চিরজীবন ঐ সঙ্গীত ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিয়া, উহারই উন্নতি সাধন করিতে

পারেন, ধনশালী মহোদয়গণের সে বিষয়ে সুদৃষ্টি নিক্ষেপ, ইহা চিরপ্রচলিত; তথাপি যদি ঐরূপ সংঘটন নাই হয়, তাহা হইলেও, কিছুমাত্র দুঃখের কারণ নাই। কেননা আপনি ত ধনোপার্জ্জনের জন্য সঙ্গীত অভ্যাস করেন নাই? উহা যে ব্রহ্ম সাধনা; শুভ প্রাণের ব্যবসায়। উহাতে হৃদয় বিনিময় হয়। এক প্রাণের ব্যথা আর এক প্রাণে ঢালিয়া দেওয়া যায়। উহার গতি, বিধি ও স্থিতি মনোরাজ্যে—জড়রাজ্যের সহিত কিছুমাত্র সংস্পর্শ নাই। সুতরাং পার্থিব ধনে উহা বিক্রীত হয় না। প্রেমের কি বাণিজ্য চলে? আর বাণিজ্য যদই না হইল কি? আপনার মানব জমিখানি আবাদ করিয়া সোণা ফলাইয়া লইলেন, আবার অর্থের কামনা কেন? সঙ্গীত ও অর্থ এই দুইটীর মধ্যে কাহার গুরুত্ব অধিক, একটী তুলনা দ্বারা তাহা উত্তমরূপে অনুমিত হইতে পারে। মনে করুন, যিনি আজীবন পরিশ্রম ও সাধনা করিয়া সঙ্গীতফল লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, আপনাকে কোন ভাগ্যবন্ত পুরুষ এককালীন এক লক্ষ মুদ্রা দান করিলে, আপনি চিরজীবনের মত সঙ্গীত আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিতে পারেন কি না? তাহা হইলে তিনি ইহার কি উত্তর করিবেন? বোধ হয় অবশ্যই বলিয়া উঠিবেন—"না! না! তাহা কখনই সম্ভবে না। যে সঙ্গীত দুঃখময় জীবনের একমাত্র শান্তিবারি; যে যোগবলে আপনার ও অপরের জীবন, রাক্ষসের পুরী হইতে স্বর্গধামে লইয়া যাওয়া যায়; যাহার মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া বনের পশুও বশ্যতা স্বীকার করে; যাহা আকর্ণনে শিশু নিদ্রিত হয়; যুবক জাগিয়া উঠে ও বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলে, আমি সেই অমূল্য ধন কি মৃত্তিকাখণ্ডের সহিত বিনিময় করিব? না হয় ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়; তথাপি আমি প্রাণ ধরিবার মন্ত্র ও দেবতা ধরিবার যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, কখনই জীবন ধারণে সক্ষম হইব না।"

সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে দেবতা এবং প্রাচীন ঋষিদিগের কিরূপ অভিমত ছিল, তাহার আভাস জন্য সঙ্গীত গ্রন্থাদি হইতে গুটীকতক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১

নাদাব্ধেস্ত পরস্পারং ন জানাতি সরস্বতী,
অদ্যাপি মজ্জনভয়াত্তুম্বীং বহতি বক্ষসি।

২

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ,
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ!

নারদসঙ্গীতসংহিতা॥

৩

পূজা কোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানাৎ কোটিগুণং জপঃ,
জপাৎ কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি।

৪

ন স্মৃতে তাদৃশী প্রীতির্ন ক্ষীরে নচ গুগ্গুলৌ,
যাদৃশী চৈব গান্ধর্ব্বে মম প্রীতির্বরাননে !

শিবসঙ্গীত ॥

৫

বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ রাগবিদ্যা-বিশারদঃ,
মূর্চ্ছনাশ্রুতিসম্পন্নঃ মোক্ষমার্গঞ্চ গচ্ছতি।

৬

ত্রিবর্গফলদাঃ সর্ব্বে দানমধ্যয়নং জপঃ,
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং।

গান্ধর্ব্ববেদ ॥

৭

সঙ্গীতসাহিত্যরসানভিজ্ঞঃ খ্যাতঃ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ,
চরত্যসৌ কিং ? তৃণমত্তি নো বা পরং পশূনামুপবাসহেতুঃ।

সঙ্গীতমহোদধৌ ॥

৮

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামিদমেবৈকসাধনং,
নাদবিদ্যা পরা লব্ধা সরস্বত্যাঃ প্রসাদতঃ।

সঙ্গীতরত্নাকর ॥

# বেহালা-দর্পণ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরং,
ন নাদেন বিনা গ্রামস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ।

নারদ সঙ্গীত॥

### নাদ।

একমাত্র নাদই সঙ্গীতের মূল ভিত্তি। নাদের সাধারণ নাম শব্দ। শব্দসকল একাধিক বস্তুর ঘাত প্রতিঘাতে আকাশে (১) উত্থিত হইয়া বাতাসে পরিচালিত হয়। সেই বায়ু-স্রোত আকর্ষন করিয়াই আমরা ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কটু, মধুরাদি নানা প্রকার ধ্বনি অনুভব করিয়া থাকি। সেই শব্দ পরম্পরা যখন স্থূল সূক্ষ্মাদি পর্য্যায়ে নিয়মিত হয়, তখনই তাহা সঙ্গীত পদ বাচ্য হইয়া থাকে।

### স্বর।

নাদ হইতেই স্বরের জন্ম। চলিত ভাষায় স্বর, সুর বলিয়া কথিত এবং কখন কখন ধাতু ও অক্ষর বলিয়াও বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহার সংখ্যা সাতটী মাত্র; যেমন পঞ্চাশটী বর্ণ দ্বারা মানসিক ও বৈষয়িক যাবতীয় ভাবগুলি ব্যক্ত করা যায় ও নয়টী অঙ্ক দ্বারা সমস্ত গণনা কার্য্য সমাধা হয়, সেই রূপ ঐ সাতটী স্বরের দ্বারা সমুদায় সুর-

---

(১) পূর্ব্বতন নৈয়ায়িক পণ্ডিতদিগের মতে একমাত্র আকাশই শব্দের কারণ। তাঁহারা আকাশ, অনিল, অনল, জল ও মৃত্তিকা এই ভূত-পঞ্চকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই কয়টী গুণবিশিষ্ট বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আকাশ—কেবলমাত্র শব্দগুণবিশিষ্ট; অনিল—শব্দ এবং স্পর্শগুণের আধার; অনল—শব্দ, স্পর্শ এবং রূপগুণ সম্পন্ন; জল—শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রসগুণান্বিত; মৃত্তিকা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণান্বিকা।

সঙ্গীত (২) সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গীত-ভাষায় সাতটী মাত্র অক্ষর; ঐ সাতটী স্বর আবার এত দূর স্বাভাবিক যে, ভূমণ্ডলবাসী প্রত্যেক মানবেরই যেন উহা একটী ভগবানদত্ত সাধারণ সম্পত্তি। যাহা হউক আমাদিগের হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রে ঐ সাতটী স্বর এই রূপে অভিহিত হয়; যথা—ষড়জ (৩), ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। নিষাদের উপর সুর চড়াইলে পুনরায় ঐ প্রথম স্বর ষড়জের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, কেবল নিম্নতা ও উচ্চতা বিশেষ মাত্র। এই জন্য সংসারে ঐ সপ্তসংখ্যক স্বরই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণ কহেন যে, আদিকালে প্রকৃতির রাজ্য হইতে ঐ সপ্তস্বর গৃহীত হইয়াছিল; যথা—ময়ূর হইতে ষড়জ, বৃষ হইতে ঋষভ, ছাগ হইতে গান্ধার, শৃগাল হইতে মধ্যম, কোকিল হইতে পঞ্চম, অশ্ব হইতে ধৈবত এবং হস্তী হইতে নিষাদ স্বর গৃহীত হইয়াছিল। যাহা হউক, ঐ সাতটী সুরকে প্রকৃত অর্থাৎ স্বভাব সুর কহে। লিখন পঠন অথবা কথোপকথন সময় স্বরগুলির আদ্যক্ষর মাত্র গ্রহণ করা হয়; যথা—সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। এই সাতটী সুরের মধ্যে আবার পাঁচটীকে আবশ্যকমত বিকৃত করা যায়। ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ কোমলতায় ও মধ্যম তীব্রতায় পরিণত হয়। কদাচিৎ গান্ধার ও নিষাদ অত্যল্প চড়ী হইয়াও থাকে। যাহা হউক, সাতটী প্রকৃত ও পাঁচটী বিকৃত এক এক গ্রামে এই বারটী সুরই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। বীণ ও হারমোনিয়ম যন্ত্রে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ লক্ষিত হইবে। কিন্তু হিন্দুসঙ্গীতে রাগবিশেষে আরও সূক্ষ্ম সুরের প্রয়োজন; এই জন্য শাস্ত্রকারগণ অতি-কোমলাদি বিবিধ খণ্ড-সুরের উল্লেখ করিয়াছেন। স্বভাব-সুর হইতে সামান্য নরম হইলে অনুকোমল, মধ্যম প্রকার হইলে কোমল এবং অত্যন্ত নরম হইলে অতি-কোমল কহে; এবং স্বভাব-সুর হইতে সামান্য চড়ী হইলে অনুতীব্র, মধ্যরকম হইলে তীব্র এবং অধিক চড়া হইলে অতিতীব্র কহে।

চিহ্ন; যথা—

| অনুকোমল। | কোমল। | অতিকোমল। | অনুতীব্র। | তীব্র। | অতিতীব্র। |
|---|---|---|---|---|---|
| ঋ | ঋ | ঋ | ম | ম | ম |

(২) সঙ্গীত তিন প্রকার। বাদ্যসঙ্গীত, গাত্র বা নৃত্যসঙ্গীত ও স্বরসঙ্গীত। ঢোলক, তবলা, মৃদঙ্গ, মাদল, ডফ, জগঝম্প, কাড়া, নাগড়া, করতাল, খরতাল, নূপুর, ঘুঙুর ও মন্দিরাদি যে সকল যন্ত্র দ্বারা তাল দেওয়া হয়, তাহাদিগের ক্রিয়াকে বাদ্যসঙ্গীত কহে। বাদ্য সহযোগে নানাবিধ ভাবভঙ্গী করতঃ পদদ্বয় ও তৎসঙ্গে অন্যান্য অঙ্গ সঞ্চালনের নাম নৃত্যসঙ্গীত, এবং গৎ, গীত ও আলাপের নাম স্বরসঙ্গীত।

(৩) ষড়জ সচরাচর খরজ এবং কখন সুর বলিয়া কথিত হয়। ঋষভ এবং নিষাদও ঋখব ও নিখাদ নামে ব্যবহৃত হয়। ইহার কারণ এই যে, হিন্দি ভাষায় 'ষ' এর উচ্চারণ 'খ' এর ন্যায় হইয়া থাকে।

## শ্রুতি।

যেমন নাদদণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সাতটী স্বরের জন্ম হইয়াছে, সেইরূপ স্বরকে আবার খণ্ড বিখণ্ড করিয়া শ্রুতি কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং মূর্চ্ছনা সহযোগে এক সুর হইতে অপর সুরে যাতায়াতে পথমধ্যে শ্রুতির সহিত সাক্ষাৎ হয়। শ্রুতির সংখ্যা বাইশটী মাত্র। আমাদিগের সঙ্গীতের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে সাতটীর স্থলে বারটীতেও কুলায় না। অতিকোমল ও অতিতীব্র স্বরের সর্ব্বদা প্রয়োজন হয়। আর্য্যগণ সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য সাতটী স্বরকে দ্বাবিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়া শ্রুতি নামকরণ করিয়াছেন। উহাদের সংখ্যা সকল সুরে সমান ভাগে নাই;—ষড়জে ৪, ঋষভে ৩, গান্ধারে ২, মধ্যমে ৪, পঞ্চমে ৪, ধৈবতে ৩, এবং নিষাদে ২ টী। নিম্নে উহাদিগের নামগুলি প্রদত্ত হইল; যথা—

তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী সুরস্থিতা।
দয়াবতী, রঞ্জিনী আর রতিকা ঋষভাশ্রিতা॥
রৌদ্রী, ক্রোধী গান্ধারের চির-অনুগতা।
বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জ্জনী মধ্যমরতা॥
ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপনী, শ্রুতি।
পঞ্চম বিহনে এদের নাহি অন্য গতি॥
মদন্তী, রোহিণী, রম্যা ধৈবত রঙ্গিণী।
সানন্দে উগ্রা, ক্ষোভিণী, নিষাদ সঙ্গিনী॥

## গ্রাম।

বেদাদি শাস্ত্রে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ অর্থাৎ উচ্চ, অনুচ্চ ও মধ্য এই ত্রিবিধ গ্রামের উল্লেখ আছে। সঙ্গীত গ্রন্থাদিতে ঐ অনুচ্চ বা নাম সুরের গ্রামকে উদারা, মধ্য সুরের গ্রামকে মুদারা এবং উচ্চ সুরের গ্রামকে তারা গ্রাম কহে। ঐ এক এক গ্রামে সা ঋ গ ম আদি সপ্ত সুর লইয়া একটি সপ্তক হইয়া থাকে। সুতরাং গ্রাম অর্থে আদি স্বর ষড়জের ওজন এবং সপ্তক অর্থে গ্রামের অবয়ব বুঝিতে হইবে। ঐ ষড়জাশ্রিত বিশুদ্ধ সুরের গ্রামকে মুখ্য গ্রাম কহে। আবার কখন কখন ঐ ষড়জ, পঞ্চম ও মধ্যমাদি রূপে পরিণত হইয়া গ্রাম গঠিত হইয়া থাকে। তাহার নাম গৌণ অথবা বিকৃত গ্রাম। কেহ কেহ কহেন যে, মধ্যমকে ষড়জ করিলে মধ্যম গ্রাম ও পঞ্চমকে ষড়জ করিলে পঞ্চম গ্রাম হয়, কিন্তু এ কথা যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা, উহাতে ষড়জের প্রাধান্য লোপ হইয়া মধ্যমাদিরই গৌরব বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ মধ্যম পঞ্চমই ষড়জ হইয়া যায়। সুতরাং উহাকে গ্রাম পরিবর্ত্তন না বলিয়া ষড়জ পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে। অতএব, ষড়জকে মধ্যম পঞ্চমাদি স্বরে পরিণত করিয়া সেই হিসাবে গ্রাম গঠন করাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি।

গণিত সঙ্গীতের গ্রাম-প্রকরণে ইহার পরিচয় পাইবেন। যদিও হিন্দুসঙ্গীতে তিনটীর অধিক গ্রামের উল্লেখ নাই, কিন্তু রাগাদির বাহুল্য বিস্তার অথবা মুক্তালঙ্কারের অনুরোধে উদারার পূর্ব্ববর্ত্তী ও তারার পরবর্ত্তী গ্রামস্থ সুরের আবশ্যকতাও হইতে পারে। এই জন্য তাহাদিগকে যথাক্রমে অতিউদারা ও অতিতারা গ্রাম কহা যায়। গীত গতাদি লিখিবার সময় নিম্নে ও উপরে বিন্দু সংযোগে গ্রামের বিভিন্নতা প্রকাশ পাইবে। নিম্নে তাহার আদর্শ প্রদত্ত হইল।

| উদারাগ্রাম | মুদারাগ্রাম | তারাগ্রাম। |
|---|---|---|
| স়া | সা | সা̇ |

উদারার নিম্নে ও তারার উপরে একটী করিয়া বিন্দু, মুদারার কিছুই নাই। অতিউদারা ও অতিতারার একটী করিয়া বিন্দু বেশী; যথা—

| অতিউদারা | অতিতারা। |
|---|---|
| সা (নিম্নে দুই বিন্দু) | সা (উপরে দুই বিন্দু) |

## মাত্রা।

কালের ধারাবাহিক স্রোতকে খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করার নাম মাত্রা। ঘটিকা-যন্ত্রের এক একটী টক্ টক্ শব্দ, অথবা ধমনীর এক একটী আঘাত, কিম্বা এক, দুই, তিন, চারি ইত্যাদি এক এক রাশি গণনার কাল এক মাত্রা জ্ঞাপক। আবশ্যক হইলে ঐ মাত্রা কাল, কিছু বিলম্বিত অথবা দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হইয়াও থাকে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে প্লুত, দীর্ঘ, হ্রস্ব, অর্দ্ধ, অনু এই পাঁচ প্রকার মাত্রা ব্যবহৃত হয়। দুই মাত্রার অধিক হইলে তাহাকে প্লুত; দুই মাত্রা হইলে দীর্ঘ; এক মাত্রা হইলে হ্রস্ব; আধ মাত্রা হইলে অর্দ্ধ এবং সিকি মাত্রা হইলে অনুমাত্রা কহে। কিন্তু সঙ্গীতালোচনা কালে অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, অনু অপেক্ষাও অনেক লঘু, এমন কি, ষোল অংশের এক অংশ অর্থাৎ এক আনা মাত্রাও আবশ্যক হয়। তান কর্ত্তব্যাদির সময় তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে। আর এক প্রকার মাত্রা আছে, তাহাকে ভগ্ন অথবা আড়ি মাত্রা কহে। মুসলমান সঙ্গীতকারগণ সর্ব্বদা ঐ আড়ি মাত্রা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা গান ও গত্তাদির সম, অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত অর্থাৎ ছন্দগুলি যেন নৃত্য করিতে করিতে লয়ে আসিয়া পতিত হয়।

## মাত্রার চিহ্ন।

। এইরূপ দণ্ড চিহ্ন মাত্রা জ্ঞাপক।

ঁ এইরূপ চন্দ্রবিন্দু অর্দ্ধ মাত্রা জ্ঞাপক।

× এইরূপ ডমরু চিহ্ন সিকি মাত্রা জ্ঞাপক।

### দৃষ্টান্ত।

| প্লুত, | দীর্ঘ, | হ্রস্ব, | অর্দ্ধ, | অণু। |
|---|---|---|---|---|
| সাঁ | সাঁ | সাঁ | সাঁ | সাঁ |

### লয়।

মাত্রা সমূহের সমকালিক গতির নাম লয়। সুতরাং যাঁহারা ঠিক সমান সমান অন্তর মাত্রার আঘাত করিতে পারেন, তাঁহাদিগের লয় বোধ আছে বলিতে হইবে। লয় তিন প্রকার; যথা—বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। যে সকল গান বা গত ধীরতার সহিত গীত হয়, তাহাকে বিলম্বিত, মধ্যবিধ রকমে হইলে মধ্য এবং দ্রুততার সহিত হইলে দ্রুত লয় কহে।

### তান।

গমক মূর্চ্ছনাদি নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাগাদিকে বিস্তৃত করার নাম তান।

### কর্ত্তব।

গানাদি গাহিবার সময় সুরের বিবিধ প্রকার কৌশল দেখাইবার নাম কর্ত্তব।

### আরোহণ—অবরোহণ।

ষড়জাদি হইতে ক্রমে চড়াসুরে উঠিবার নাম আরোহণ এবং চড়াসুর হইতে নিম্ন সুরে নামিবার নাম অবরোহণ। ইহাদিগকে যথাক্রমে অনুলোম ও বিলোম কহিয়া থাকে।

### তাল।

সঙ্গীত ক্রিয়াকে কালরূপ দণ্ড দ্বারা মাপিবার জন্য মাত্রা কল্পিত হইয়াছে। সেই মাত্রা আবার বহুপ্রকার অখণ্ড ও সখণ্ড সংখ্যায় ছন্দোগত হইয়া তাল সৃষ্ট হইয়াছে। চারি হইতে অষ্টাদশ মাত্রা পর্য্যন্ত অনেক প্রকারের তাল ব্যবহার হইয়া থাকে; যথা—কওয়ালি, মধ্যমান, আড়া, একতালা, সোয়ারী, ঝাঁপতাল, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, চৌতাল, ইত্যাদি। কিন্তু কওয়ালি তালই আদি ও স্বভাব তাল বলিয়া বোধ হয়। কারণ যাহারা সংসারের জটিলতা বুঝে নাই, বা বুঝিতে চায় না, ঐ সকল সরল হৃদয়ে কওয়ালি তাল, আপনা হইতে আসিয়াই উত্থিত হয়। বালকের খেলিবার ছড়া, জননীর ঘুম পাড়ানে গান, বেহারাদিগের চলিবার বোল, মুটেদের কাটতোলা সারেরী সমস্তই কওয়ালি তালে সম্পন্ন হয়। সেতার বেহালাদি যন্ত্রের গত অধিকাংশই কওয়ালি তালে বাজিয়া থাকে; তাহার কারণও ঐ তাল সাধারণ ও সহজবোধ্য বলিয়া। এই পুস্তকে ঐরূপ গত বাজাইবার উপযোগী কতিপয় তাল, বোল সহযোগে লিখিত হইবে। কতক গায়ক

ও বাদকদিগের পক্ষে তাল বোধ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। তালহীন সঙ্গীত, অলবণ ব্যঞ্জনের ন্যায় বিস্বাদ। তাললয়সঙ্গত সঙ্গীতই যে সুসঙ্গীত ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

## তালের বোল।

### কওয়ালি—চারি মাত্রা।

\+ ০ ০ ১

ধাধিন্ধা, নাধিন্ধা, তাতিন্তা, নাধিন্ধা।

### মধ্যমান—আট মাত্রা।

সাধারণত ইহাকে মধ্যলয়ের কওয়ালি কহে।

\+ ০ ০ ১

ধাধিনাগ্দি, তাধিনাগ্ধি, ধিতানাগ্দি, তাধিনাগ্দি।

### বিলম্বিত কওয়ালি—ষোল মাত্রা।

ইহার সাধারণ নাম ঢিমেতেতালা।

\+ ০ ০

ধা আ ধি না, ত্রে কে ধা ধি না, ধু উ ধু না,

১

তিটী কতা গেদা ঘিনি।

### একতালা—ছয় মাত্রা।

\+ ১ ১

ধেটে ধাগ্ থুনা তেটে তাগ্ থুনা।

## চৌতাল—ছয় মাত্রা।

\+ ০ ১ ০ ১ ১

ধা ধা ধিন্‌তা, থিৎ তাগে ধিন্‌তা, তেটে কতা গেদাঘিনি।

## পঞ্চম সোয়ারি—পনর মাত্রা।

১ ১ + ০

ধিঁ নাক্‌, ধিঁ নাক্‌ ধা ধি ক্কি, ধা ত্রে কে ট্‌

১ ০ ১ ০

তা ত্রে কেট্‌, তেক্কা ধি ধি, তা তা তা তা, না ধি ধি না।

অর্দ্ধ মাত্রাকে এক মাত্রা কল্পনা করিয়া লইলে উপরিস্থ তালটী বুঝিবার সুবিধা হয়।

## ঝাঁপতাল—দশ মাত্রা।

\+ ১ ০ ১ ১ ০

ধি নাক, ধা ধি না, থি টি তা গ, তা ধি না।

## খেম্‌টা।

চারিটী দীর্ঘ অথবা বারটী লঘুমাত্রা।

\+ ০ ১ ০

ধা গে দে, না তে নে, না গে দে, না তে নে

## ঠুংরি—চারি মাত্রা।

\+ ০ ১ ০

ধে হ্বা কি টী নে হ্বা কি টী।

তালের মধ্যে যেটীতে জোর বেশী এবং যেখানে তালটী বিশ্রাম লাভ করে, তাহার নাম সম। যেটীতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জোর, তাহার নাম ফাক। কওয়ালি জাতির যে চারিটী তাল, তাহার প্রথমটীর নাম বিষম, দ্বিতীয় তালের নাম সম, তৃতীয় তালের নাম অতীত ও চতুর্থ তালের নাম অনাঘাত বা ফাক। তালের চিহ্ন ১, ৩ ইত্যাদি। সমের চিহ্ন + এইরূপ এবং ফাকের চিহ্ন ০ শূন্য।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### বেহালা।

আমাদিগের দেশে যে সকল যন্ত্র বাদিত হয়, বেহালা যে তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ অধিক কার্যোপযোগিতায় ইহার সহিত অন্য কোন যন্ত্রই সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে না। ইহাতে ইংরাজী গত, নেহারার গত, কন্সার্টের গত, খেয়াল, টপ্পা, আলাপ প্রভৃতি সঙ্গীত আলোচনার যাবতীয় অঙ্গগুলি অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্লারিয়নেট, ফ্লুট, এবং হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রের সহিত, ইহার যে অতি পবিত্র প্রণয়, তাহা সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন। আবার দূরগামী শব্দে বেহালার একাধিপত্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; এবং তাহা যে কিরূপ সুধাবৃষ্টি করে, যিনি নিশীথ সময়ে অথবা রজনীর শেষযামে সুরল হস্ত-বাদিত বেহালার আলাপ দূর হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারই হৃদয়-ক্ষেত্র তাহার মধুরতা প্রমাণের একমাত্র সাক্ষ্যস্থল। সুতরাং, ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, বীণা বলিয়া যদি স্বতন্ত্র কোন যন্ত্র থাকে, তবে তাহা বেহালা। এই জন্য, ব্যবহারেও কি এসিয়া, কি ইউরোপ অথবা আমেরিকা কিম্বা অষ্ট্রেলিয়া, পৃথিবীর সকল দেশের কি ধনী, কি নির্ধন, কি মধ্যবিত্ত, সকলেই সমান আদরে সকল সমাজে অর্থাৎ কি যাত্রা, কি নাচ, কি থিয়েটার, কি বৈঠকি, সঙ্গীত আলোচনার সকল স্থানেই এই সুমিষ্ট সুরপ্রসবিনী বেহালাকে অতি যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন। মূল্য সম্বন্ধেও বেহালা সকলের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। মণি-মাণিক্যবিহীন, অর্দ্ধসের মাত্র নীরস দারুময় দেহ এক খানি বেহালার মূল্য পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা, ইহা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন।

কিন্তু ইহা শ্রবণে যেমন মধুর, অভ্যাস করিতে তেমনই পরিশ্রম আবশ্যক করে। সেতার, এস্রার আদি যন্ত্রে পর্দ্দা বাঁধা আছে, সুতরাং পর্দ্দায় পর্দ্দায় অঙ্গুলি দিয়া গেলে কু-সুর বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বেহালায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে অদৃষ্ট পর্দ্দাগুলি বিদ্যমান্ রহিয়াছে, অঙ্গুলি সকল সূক্ষ্ম পরিমাণ স্থান ভ্রষ্ট হইলে অমনি কু-সুর বাহির হইয়া যায়। এই জন্য, বেহালা-বাদকগণের হস্তে মিষ্ট সুর আনিতে বিশেষ কষ্টকর ও কালবিলম্ব হইয়া পড়ে।

অনেকের বিশ্বাস, বেহালায় রাগের আলাপ হইতে পারে না; কিন্তু এরূপ ধারণা অতি ভ্রমাত্মক। রাগের প্রধান উপাদান গমক, মূর্চ্ছনা, তান, গিট্‌কিরি আদি, যখন এই যন্ত্রে বিশুদ্ধরূপে সম্পন্ন হয়, তখন রাগের আলাপ যে কি জন্য হইবে না,

তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, যন্ত্র বিশেষে যেরূপ গম্ভীর শব্দ নিঃসৃত হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া যে রাগের পূর্ণতা রক্ষিত হইবে না, ইহা অতি ভ্রমাত্মক সংস্কার। কোন কোন যন্ত্রে মূর্চ্ছনা আছে, গিট্‌কিরী ভাল বাহির হয় না। কোন যন্ত্রে গিট্‌কিরী আদি সুস্পষ্ট হইতে পারে, মূর্চ্ছনা কার্য্য একেবারেই প্রকাশ হয় না। কিন্তু এক বেহালা যন্ত্রে সমস্ত অলঙ্কারই শোভা পাইয়া থাকে। স্বর ও পূর্ণ তিনগ্রাম বিদ্যমান থাকায় উক্ত তিন গ্রামেই রাগাদির মূর্ত্তি অতি পরিষ্কার রূপে প্রতিফলিত হয়। আবার বাদকের সুবিধা দেখিতে গেলে, বেহালার সদৃশ যন্ত্র আর দৃষ্ট হয় না। শয়নে, উপবেশনে, দণ্ডায়মানে অথবা ভ্রমণে কিম্বা অশ্বারোহণে সকল অবস্থাতেই উহাকে সমানভাবেই বাজাইতে পারা যায়। ফলতঃ, ওজনে লঘু, শব্দে গুরু এবং তন্ত্র চারিটি মাত্র ও তাহাতেই সমস্ত কার্য্য শেষ, এমন উপাদেয় যন্ত্র আর কি হইতে পারে?

## বেহালার উৎপত্তি ও আকৃতি প্রকৃতি।

বেহালা ভারতীয় যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এই তত যন্ত্র (১) অতি প্রাচীন ও হিন্দুজাতির বড় আদরের সামগ্রী। কথিত আছে, লঙ্কাধিপতি দশানন কর্ত্তৃক এই যন্ত্র প্রথম সৃষ্ট হয়। তখন ইহা রাবণাস্ত্র অথবা রাবণায় বলিয়া অভিহিত হইত। কালক্রমে প্রদেশগত ভাষা বিভিন্নতায়, কিম্বা কথঞ্চিৎ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া অমৃতি নামও ধারণ করিয়াছিল। যাহা পূর্ণ সত্য, তাহার কখনই ক্ষয় নাই; সর্ব্বত্রই তাহার বিজয় নিশান উড্ডীয়মান হয়। এই জন্য জাতিগত বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইলেও, মুসলমান বণিকগণ এই যন্ত্রকে হৃদয়ে স্থান দিয়া পারস্য ও আরবাদি দেশে লইয়া যায়; ঐ সকল দেশবাসীগণ এই নূতন যন্ত্র অতীব যত্নের সহিত ব্যবহার করিতে থাকেন ও ইহার "কমানজে জৌক্ক" নাম প্রদান করেন। আরব্য ও পারস্যাদি উপন্যাসে পাঠ করা যায় যে, মুসলমান গায়িকাগণ সুমধুর বীণাযন্ত্রের সুরসংযোগে গান গাহিয়া, প্রেমিক-প্রেমিকাগণের হৃদয়রঞ্জন করিতেন। সম্ভবতঃ তাহা এই যন্ত্র হইতে পারে। অনন্তর মহম্মদীয়দিগের দিগ্বিজয়ের সহিত উহা ইউরোপখণ্ডের স্পেন দেশে নীত হয়। স্পেনিয়গণ সুখ, সম্পত্তি, স্বাধীনতা সমস্ত হারাইয়া যেন তাহার বিনিময় স্বরূপ ঐ "কমানজে জৌজ" যন্ত্রখানি প্রাপ্ত হইল। তাহার পর বহু শতাব্দি ধরিয়া ঐ যন্ত্র ইউরোপের নানা দেশে আদৃত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে, সভ্য জগতের নব-রবি উদিত হইবার সময় (অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দিতে) গ্যাস্পার্ড নামক জনৈক ইটালীয় শিল্পী দ্বারা আধুনিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছে ও সমস্ত

(১) তন্ত দ্বারা যে সকল যন্ত্র বাদিত হয়, তাহাদিগকে তত যন্ত্র কহে।

মহীমণ্ডলে অধিকার লাভ করিয়াছে (২)। ঐ যন্ত্রকে ইটালীয়গণ "ভিয়োল" ও ইংলণ্ডীয়গণ "ভায়লিন" কহিয়া থাকেন; এই জন্য আমরা ঐ নামের অপভ্রংশে বেহালা নাম ব্যবহার করিয়া থাকি। বেহালা আমাদিগের অতি পুরাতন সম্পত্তি হইলেও বর্ত্তমান যুগে উহা ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতে আনীত হইয়াছে, এই জন্য উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির নাম প্রায়ই ইউরোপীয় ভাষায় কথিত হয়। যাহা হউক, উহাদিগের সাধারণ বাঙ্গালা ও প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির ইংরাজী নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| বেহালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। | বাঙ্গালা নাম। | ইংরাজী নাম। |
| --- | --- | --- |
| যন্ত্রের উপরিভাগ ... | বুক | |
| " নিম্নভাগ ... | পীঠ | |
| " মস্তক ... | মোড়া | |
| " গ্রীবাদেশ ... | ঘাড়ী | |
| " তারবদ্ধ কীলক ... | কাণ | |
| " যে গহ্বর হইতে কাণ সংযুক্ত তার বাহির হইয়াছে। | তার-কোষ | |
| " যে ক্ষুদ্র কাল কাঠখানির উপর তার চারিটী গ্রথিত থাকে। | গদি | |
| " যে লম্বালম্বী কাল কাঠখানির উপর বাজাইবার সময় অঙ্গুলীগুলি পতিত হয়। | আঙ্গুল-পোষ ... | ফিঙ্গারবোর্ড |
| " অঙ্গুলিপোষের অগ্রভাগ হইতে সোয়ারি পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে স্থলে ছড়ের ঘর্ষণ করিয়া বাজাইতে হয়, তাহাকে। | ক্ষেত্র বা ক্ষেত | |
| " বক্ষঃস্থিত যে পাতলা কাঠখানির উপর তারগুলি স্থাপিত থাকে, তাহাকে। | সোয়ারি ... | ব্রীজ |

(২) যদিও এই যন্ত্র দেশ দেশান্তরে নীত হইয়াছে এবং দেশ ও রুচিভেদে উহার রূপ স্বতন্ত্র হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যকারিতার অধিক বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। আমাদিগের দেশে বৈষ্ণব ও দরবেশ সম্প্রদায়ের মধ্যে সারঙ্গ বলিয়া যে প্রাচীন যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার রূপ অবিকল বেহালার ন্যায়।

| বেহালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। | | বাঙ্গালা নাম। | | ইংরাজী নাম। |
|---|---|---|---|---|
| সোয়ারির পশ্চাতে যে কাল ত্রিকোণ কাঠখানিতে তন্ত্র চারিটী বাঁধা থাকে, তাহাকে। | | তারবঁধ | ... | টেলপিস্ |
| তলস্থিত গুঁজীকে | ... | খীল | | |
| বক্ষঃস্থিত উভয় ছিদ্রকে | ... | সুরছয়ারি | | |
| যন্ত্রের মধ্যস্থিত খুটাকে | ... | সরস্বতী-কাষ্ঠ | ... | সাউণ্ড পোষ্ট |

## ছড়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম।

| | | |
|---|---|---|
| ছড়ের লম্বা কাঠখানিকে | ... | শলা |
| অশ্বপুচ্ছকে | ... | চুল |
| গোড়ায় যে কাল কাঠখানিতে চুল আবদ্ধ থাকে, তাহাকে। | | চুলবঁধ |
| তলস্থ স্ক্রুকে | ... | স্ক্রুপ |

## ধারণ-প্রণালী।

কোন্ হস্তে বেহালা এবং কোন্ হস্তে ছড় ধারণ করত কিরূপ প্রণালীতে বাজাইতে হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। অতএব, সে বিষয়ে আর অধিক কিছু লিখিবার আবশ্যকতা নাই। তবে যন্ত্র খানি ও ছড়গাছটী কিরূপ ভাবে ধরিলে সকল প্রকার সুবিধা হইতে পারে, তাহারই পরিচয় কথঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। বেহালাখানি বাম স্কন্ধের উপর রাখিয়া বাম পার্শ্বের দাড়ি দ্বারা টেল্‌পিসের বাম দিকে একটু দৃঢ় রূপে ধারণ করাই উচিত; এবং যন্ত্রের ঘাড়ী অর্থাৎ গ্রীবা দেশটী যেন তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যস্থলে সংলগ্ন মাত্র থাকে। করতল অথবা হস্তের অন্য কোন স্থানে উহার সংস্পর্শ হইবে না। দাড়ী দ্বারা ধরিয়াই উহাকে আবদ্ধ রাখিতে হয়। এমন কি যন্ত্রের গ্রীবা দেশটী ছাড়িয়া দিলেও যেন বেহালাখানি পতিত না হয়। এইরূপ ধৃত হইলে, রাগাদি বাজাইবার সময় অঙ্গুলি সকল নানা স্থানে বিচরণ করাইবার যথেষ্ট সুবিধা হইবে। ইউরোপীয়গণ ঐ রূপেই যন্ত্রটী ধরিয়া থাকেন। ছড়গাছটীর গোড়াতেই ধরা বিধি। উপরে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলি নিয়ত ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি সময় সময় ব্যবহার করিতে হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুলিটী চুল ও শলার মধ্যেই থাকিবে। বাজাইবার সময় হাত যেন আড়ষ্ট না থাকিয়া কব্জির সহিত সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ অভ্যাস করিবেন।

## স্থর-বন্ধন।

সুরবন্ধনটী লিখিবার সামগ্রী নহে। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহার শুদ্ধতা ও পূর্ণতা অনুভব করিতে হয়, লিখিয়া তাহা কি প্রকারে জানাইব? তবে কর্ত্তব্য বোধে উহার আনুষঙ্গিক কতকগুলি বিষয় লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বেহালা যন্ত্রে যে চারিটী তন্ত্র সংযুক্ত থাকে, ইউরোপীয়দিগের নিকট তাহা দক্ষিণ হইতে বামা গতিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তার বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয়গণ প্রথমটীকে পঞ্চম অথবা জীল, দ্বিতীয়টীকে স্থর, তৃতীয়টীকে মধ্যম এবং চতুর্থটীকে নিখাদ বা সিলতর তার কহিয়া থাকেন। নিখাদটী অতিউদারা গ্রামের কোমল নিখাদ। মধ্যমটী উদারা গ্রামের মধ্যম। সুর তারটী মুদারা গ্রামের খরজ অর্থাৎ সুর; এবং পঞ্চমটী মুদারার পঞ্চম স্বর করিয়াই সাধারণত সুর বন্ধন হইয়া থাকে। এই রূপ পঞ্চমত্ব অনুপাতে সুরগুলি বাঁধা হয় বলিয়াই বেহালার সুর স্বভাবত মিষ্ট। কোমল নিখাদের পঞ্চম মধ্যম; মধ্যমের পঞ্চম সুর; এবং সুরের পঞ্চম জীল। উক্তরূপে সুরটী বাঁধিয়া ছড় দ্বারা টানিলে যে কোন উভয় তারে আঘাত প্রযুক্ত সুর পঞ্চম সংযোগে সুমিষ্ট (১) সুরের ধারা বহিতে থাকে। অতএব, যন্ত্রের সুরটী ভাল করিয়া বাঁধা কর্ত্তব্য। নিজে সক্ষম না হইলে প্রথম প্রথম কোন সুরজ্ঞানীর নিকট হইতে ঠিক করিয়া লওয়া উচিত; এবং যত সত্বর পারা যায় ঐ ক্ষমতা আপন আয়ত্তে আনা বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণ কথায় বলে যে, সুর বাঁধিতে পারিলে অর্দ্ধেক শিক্ষা হইল।

বেহালার সুর নরম হইলে তত মিষ্ট হয় না এবং শব্দও বেশী হয় না। এই জন্য ইউরোপীয়গণ চড়া সুরে বাজাইয়া থাকেন। তাঁহারা মনুষ্য কণ্ঠের সাধারণ সুর (ইংরাজী D ডি সুরে) মধ্যম তারটী বাঁধেন। ইহাতে গত ও গান উভয়েরই সুবিধা হয়। এতদ্দেশীয়গণ সচরাচর কণ্ঠের ওজনে সুর তারটী বাঁধিয়া থাকেন। উহাতে তার বাঁচাইবার সুবিধা ভিন্ন অন্য কোন ফলই পাওয়া যায় না। যাহা হউক, দেশীয় রীতানুসারে, অথবা তবলা তাম্বুরাদির অনুরোধে, কিম্বা বাদকের ইচ্ছামত করিয়া, অগ্রে সুর তারটী বাঁধিয়া লইবেন। তৎপরে, অন্য তারগুলি যথামত ওজনে বাঁধিতে হইবে। অনন্তর তারার সুরে, মুদারার মধ্যমে এবং উদারার কোমল নিখাদে অঙ্গুলি সংযোগ করিয়া বাজাইয়া দেখিবেন, যদি উহাদিগের সুর তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী তারের সুরের সহিত মিলিয়া যায়, তবে সুরটী ঠিক বাঁধা হইয়াছে জানিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা সুর বন্ধনের কথা বিশদরূপে লিখিবার সাধ্য নাই।

এক্ষণে একটী কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। বাজান শেষ হইলে তারগুলি নাবাইয়া রাখা উচিত নহে। উহাতে যন্ত্রের সুর ভাল থাকে না ও বাজাইবার সময় বড় নামিয়া যায়। অতি মন্দ যন্ত্রও নিয়ত বাঁধা থাকায় ভাল সুর প্রসব করে

(১) ইহার বিবরণ গণিত সঙ্গীতের স্বর প্রকরণেই যাহা সংযোগে দেখুন।

## বাদন প্রণালী।

যন্ত্রের সুরটী উত্তমরূপ বন্ধন পূর্ব্বক বেহালা ও ছড় গাছটী পূর্ব্ব কথিত রূপে ধারণ করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিবেন। বাজাইবার সময় তারের উপর অঙ্গুলিগুলি যেন একটু চাপিয়া দেওয়া হয়। কারণ আল্‌গা টিপে কখন গোল সুর বাহির হয় না। ছড় গাছটীও একটু চাপিয়া এবং চুলগুলি যাহাতে বিস্তৃত হইয়া তারের উপর পতিত হয় ও টানগুলি দীর্ঘ হয়, তাহা করিবেন। কেননা অগ্রে বড় অক্ষর না লিখিলে ছোট অক্ষর পাকা হয় না। ছড়ের টান, ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলেই হইবে। যখন যে তারে বাজাইবেন, তখন যেন আর অন্য তারের সহিত ছড়ের সংস্পর্শ না হয়। তাহা হইলে সুর গুলি পরিষ্কার ও স্পষ্ট রূপে শোনা যাইবে। ছড়ের যে টানটী বাম হইতে দক্ষিণ দিকে আসে, তাহাকে আগত এবং যে টান দক্ষিণ হইতে বাম দিকে যায়, তাহাকে বিগত টান কহে। 'ডা' চিহ্নে আগত এবং 'রা' চিহ্নে বিগত বুঝিতে হইবে।

আর একটী বিষয়ে সতর্ক হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। বাজাইবার সময় গা দোলান কিম্বা কোন প্রকার মুখভঙ্গি আদি করা নিতান্ত দোষের কথা। উহাকে মুদ্রা-দোষ কহে। গায়ক ও বাদকদিগের পক্ষে উহা সামান্য দোষ নহে। উহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে সঙ্গীতকারী-দিগের সমস্ত গুণই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব সুস্থিরভাবে বসিয়া বাজান অভ্যাস করিবেন। দিন কতকের চেষ্টায় উহা চিরদিনের মত অভ্যস্ত হইবে।

## আঙ্গুল-পোযস্থ স্বরনিচয়।

আঙ্গুল পোযের উপর চক্রমধ্যস্থিত স্বরগুলির মধ্যে শুদ্ধ অতিউদারা গ্রামের নি কোমল নিষাদ ভিন্ন অপর সমস্ত স্বরই প্রকৃত সুর। উভয় প্রকৃত স্বরের মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণ বিন্দুগুলি চিত্রের নিয় অর্থাৎ চড়া স্বরের কোমল সুর। চড়ী মধ্যমের এক নাম কোমল পঞ্চম। ১ম অঙ্গুলি তর্জ্জনী, ২য় অঙ্গুলি মধ্যমা, ৩য় অঙ্গুলি অনামিকা এবং চতুর্থ অঙ্গুলি কনিষ্ঠ। স্থান বিশেষে স্বরের নীচে ১, ২ ইত্যাদি চিহ্ন দিয়া অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের বিশেষণ করা হইবে।

নি ... অঙ্গুলী পাত না করিয়া ছড়ের খোলা টান।

সা ... ১ম অঙ্গুলি।

ঋ ... ২য় "

গ ... ৪র্থ "

ম ... খোলা টান।

প ... ১ম অঙ্গুলি।

ধ ... ২য় "

নি ... ৪র্থ "

উদারায় গ ও নি কখন কখন ৩য় অঙ্গুলি দ্বারাও বাজান হয়, কিন্তু ঐ দুইটী সুর যখন কোমল করিয়া বাজান হইবে, তখনই ৩য় অঙ্গুলি বিশেষ সুবিধাজনক।

সা ... খোলা টান।

ঋ ... ১ম অঙ্গুলি।

গ ... ২য় "

ম ... ৩য় "

প ... খোলা টান।

ধ ... ১ম অঙ্গুলি।

নি ... ২য় "

সাঁ ... ৩য় "

ঋঁ ... ৪র্থ "

ঋঁ হইতে তারা গ্রামের আর আর স্বরগুলি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা বাহির করাই পদ্ধতি।

আঙ্গুলপোষ ও স্বরস্থান চিত্র।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## সাধন প্রণালী।

মুদারা গ্রামের স্বরই সঙ্গীতের প্রধান আশ্রয়; এই জন্য প্রথমত মুদারা গ্রাম হইতেই স্বর সাধন আরম্ভ হইবে। কিন্তু আবশ্যক বিবেচনায় সেই সঙ্গে উদারা ও তারা গ্রামেরও দুই একটী স্বর গৃহীত হইবে। গ্রামের বিভিন্নতা, চিহ্ন দেখিয়া বুঝিয়া লইবেন। মাত্রায় কাল এবং স্বরের শুদ্ধতা ও স্পষ্টতা বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মাত্রা ও স্বর লইয়াই সঙ্গীত; সুতরাং ঠিক সুরে অঙ্গুলি সংযোগ ও মাত্রার স্থায়িত্ব নির্ভুল হওয়া একান্ত আবশ্যক। (১) পদের এক একটী আঘাতে এক একটী মাত্রা স্থির করিয়া লইবেন।

### গ্রাম চিহ্ন।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| উদারা | ... | ... | ... | সা̣ | নিম্নে বিন্দু |
| মুদারা | ... | ... | ... | সা | বিন্দু বিহীন |
| তারা | ... | ... | ... | সা̇ | উপরে বিন্দু |
| অতিউদারা | ... | ... | ... | সা̤ | নিম্নে দুই বিন্দু |
| অতিতারা | ... | ... | ... | সা̈ | উপরে দুই বিন্দু |

# মাত্রা ব্যবহারের নিয়ম।

## তিন অথবা প্লুত মাত্রা।

সা ... ছড়ের এক টান, পদের তিনটী আঘাত কালস্থায়ী।

---

(১) স্বরগুলি ঠিক করিবার জন্য কোন সুরজ্ঞানীর নিকট হইতে অথবা এই পুস্তকগত আঙ্গুল-পোষের চিত্র দেখিয়া কম্পাসের মাপে আপনার যন্ত্রের আঙ্গুল-পোষের উপর সাদা কাগজের টুকরা বসাইয়া লইবেন। আঙ্গুল-পোষের উপর স্বরগুলির দূরত্ব এক প্রকার মাপ সই করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

### দুই কিম্বা দীর্ঘ মাত্রা।

সাঁ ... ছড়ের একটান, দুইটী আঘাত কালস্থায়ী।

### এক বা হ্রস্ব মাত্রা।

সা ... ছড়ের একটান, একটী আঘাতের কালস্থায়ী।

এক মাত্রায় এক স্বরের অধিক থাকিলে তাহা একটী বন্ধনীগত হইয়া থাকে। যদি সেই স্বরগুলি আবার সমসাময়িক হয়, তবে তাহাদিগের পূর্ব স্বরের মস্তকেই একটী মাত্রা চিহ্ন দেওয়া হইবে; নচেৎ, যাহার যতটুকু স্থায়িত্ব, তাহার উপর সেই রূপ চিহ্ন দেখিতে পাইবেন।

### অর্দ্ধ মাত্রাযুক্ত এক এক স্বর।

সা ঋ
অথবা
সাঁ ঋঁ
ডা রা

এক আঘাতের কালমধ্যে দুইটী স্বরে দুইটী টান।

### অনু অথবা সিকি মাত্রাযুক্ত এক এক স্বর।

সা ঋ গ ম
অথবা
সাঁ ঋঁ গঁ মঁ
ডা রা ডা রা

এক আঘাতের কালমধ্যে চারিটী স্বরে চারিটী টান।

অর্দ্ধ ও অনু মাত্রামিশ্রিত পদগুলি সহজে বুঝিবার জন্য সিকি মাত্রাগুলিকে এক মাত্রা কল্পনা করিয়া লইলে বিশেষ সুবিধা হয়।

### আড়ী মাত্রা।

হস্ত কিম্বা পদের আঘাতটী পড়িবার সময় স্বরগুলি বাহির না হইয়া উঠিবার সময় হইলেই, তাহাকে আড়ী মাত্রা কহে; যথা—

' সা ' ম প ' গ ম ধ ' নি সাঁ

## সবিরাম মাত্রা।

স্বরগুলি স্রোতের ন্যায় গমনশীল না হইয়া থামিয়া থামিয়া গেলেই, তাহাকে সবিরাম মাত্রা কহে; যথা—

অর্দ্ধ মাত্রা ছড়ের টান অর্দ্ধ মাত্রা বিরাম। বিরাম জ্ঞাপক চিহ্ন "ˊ" রেফ। যে স্বরের উপর রেফ দেওয়া হইবে, তাহাতে যে কোন মাত্রা দেখিতে পাইবেন অর্থাৎ এক, অর্দ্ধ প্রভৃতি, তাহা অর্দ্ধ বিরাম অর্দ্ধ ছড়ের টান বুঝিতে হইবে।

## ত্রিখণ্ডী বা তেহারা মাত্রা।

তেহারা মাত্রানুগত পদগুলি সর্ব্বথা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এক একটী মাত্রাও সম তিন অংশে বিভাগ করিয়া বাজান হইয়া থাকে। $\frac{১}{৩}$ অংশ মাত্রা 'এ' চিহ্নে এবং $\frac{২}{৩}$ অংশ মাত্রা 'ঐ' চিহ্নে বুঝিতে হইবে। সহজে বুঝিবার জন্য 'এ' কে এক মাত্রা ও 'ঐ' কে দুই মাত্রা এবং '।' এইরূপ দণ্ড-চিহ্ন অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রাকে তিন মাত্রা কল্পনা করিয়া লইবেন। গতবিশেষে এই মাত্রা দ্রুত ও বিলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু, দ্রুত বাজাইবার সময় শুদ্ধ পূর্ণ মাত্রাতেই এক একটী আঘাত করিতে হয়। ইংরাজী গতে এইরূপ ছন্দ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### উদাহরণ।

ধ ম ম, ধ ম ম, প ম, সা; সা ধ্ সা ম প সা নি

আমাদিগের আড়খেমটা ও খেমটা তালও তেহারা মাত্রানুগত।

# সাধন।

মুদারা গ্রাম—প্রকৃত স্বর।

বিলম্বিত লয়ের সহিত পদের আঘাতে মাত্রা স্থির করিয়া ছড়ের দীর্ঘ টানের সহিত অঙ্গুলিগুলি একটু চাপিয়া বাজাইতে আরম্ভ করুন। ছড়, আগত বিগত উভয় দিকেই চালিত হইবে। ডা অর্থে আগত ও রা অর্থে বিগত টান বুঝিবেন।

১। সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ, সাঁ নি ধ প
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

ম গ ঋ সা।
ডা রা ডা রা

২। সা সা সা, ঋ ঋ ঋ, গ গ গ, ম ম ম,
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

প প প, ধ ধ ধ, নি নি নি, সাঁ সাঁ সাঁ;
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

সাঁ সাঁ সাঁ, নি নি নি, ধ ধ ধ, প প প, ম ম ম,
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

গ গ গ, ঋ ঋ ঋ, সা সা সা।
রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

৩। সা সা গ গ, ঋ ঋ ম ম, গ গ প প, ম ম

ধ ধ, প প নি নি, ধ ধ সাঁ সাঁ, নি নি ঋ ঋ সাঁ।

সাঁ সাঁ ধ ধ, নি নি প প, ধ ধ ম ম, প প গ গ,

ম ম ঋ ঋ, গ গ সা সা, ধ ধ নি নি সা।

৪। সা ঋ গ, ঋ গ ম, গ ম প, ম প ধ,
প ধ নি, ধ নি সা;
সা নি ধ, নি ধ প, ধ প ম, প ম গ,
ম গ ঋ, গ ঋ সা।

৫। সা ঋ সা, ঋ গ ঋ, গ ম গ, ম প ম,
প ধ প, ধ নি ধ, নি সা নি, সা ঋ সা।
নি সা নি, ধ নি ধ, প ধ প, ম প ম,
গ ম গ, ঋ গ ঋ, সা ঋ সা।

৬। সা ঋ সা, সা ঋ গ ঋ সা, সা ঋ গ ম
গ ঋ সা, সা ঋ গ ম প ম গ ঋ সা,
সা ঋ গ ম প ধ প ম গ ঋ সা, সা ঋ
গ ম প ধ নি ধ প ম গ ঋ সা, সা ঋ
গ ম প ধ নি সা নি ধ প ম গ ঋ সা।

৭। সা গ ঋ ম গ, ঋ ম গ প ম, গ প ম
ধ প, ম ধ প নি ধ, প নি ধ সা নি, ধ সা
নি ঋ সা।

সা ধ নি প ধ, নি প ধ ম প, ধ ম প

গ ম, প গ ম ঋ গ, ম ঋ গ সা ঋ,

গ সা ঋ নি সা।

৮। সা সা প প, ঋ ঋ ধ ধ, গ গ নি নি,

ম ম সা সা, প প ঋ ঋ।

সা সা ম ম, নি নি গ গ, ধ ধ ঋ ঋ,

প প সা সা।

৯। সা সা ঋ ম নি প, ঋ ঋ গ প নি ম,

প ঋ নি ধ ঋ সা, নি প গ সা ঋ সা।

অর্দ্ধ মাত্রা সাধন।

১০। সা ঋ প ম গ ঋ গ ম, প ধ নি সা

ঋ সা সা। প সা নি ধ প ম গ ম

নি ধ প ম গ ঋ সা।

অনুমাত্রা সাধন।

১১। সা ঋ গ ম ঋ গ ম প গ ম প ধ

নিঁ নি সাঁ; সা নি ধ প নি ধ প ম

ধ প ম গ ঋঁ নি সাঁ।

উপরিস্থ স্বর সাধনগুলি কিছু দিন পুনঃপুন বাজাইয়া অঙ্গুলিগুলির কথঞ্চিৎ জড়তা দূর হইলে, নিম্নস্থ উদারা গ্রামের সাধনগুলি অভ্যাস করিবেন।

উদারা গ্রাম সাধন।

১২। সা ঋ গ ম প ধ নি সা, সা নি ধ প

ম গ ঋ সা।

১৩। সা ঋ গ ঋ, গ ম প ম, প ধ নি ধ,

নি সা ঋ সা; সা নি ধ নি, ধ প ম প,

ম গ ঋ গ, ঋ সা নি সা।

১৪। সা ঋ গ ম প, ম প ধ নি সা, সা নি

ধ প ম প ম গ ঋ সা।

মিশ্র গ্রাম সাধন।

১৫। ধ নি সা ঋ গ ম, ঋ ধ সা নি সাঁ; গ ম

প ধ সা নি সা, ঋ নি সা নি সা।

১৬। ম ধ সা প সা, ম ঋ ম প ম, প সা

নি ঋ সা; ধ ম প ঋ গ, সা ঋ নি সা ধ,

নি প ম ঋ সা।

১৭। সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প

ধ নি সা, সা নি ধ প ম গ ঋ সা

নি ধ প ম গ ঋ সা।

## তারা গ্রাম সাধন।

বেহালা যন্ত্রে তারা গ্রামের স্বর সাধন কিছু কঠিন। অন্য গ্রামস্থ স্বরগুলি ভালরূপ অভ্যাস করিয়া একটু সুর বোধ হইলে, তাহার পর তারা গ্রাম সাধনার সুবিধা হয়। এই গ্রামের ষড়জ ভিন্ন অন্য সুরগুলি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারাই বাহির হইয়া থাকে। ইহার পঞ্চম সুর পর্য্যন্ত সাধিত হইলেই এক প্রকার কার্য্য সমাধা হয়, এই জন্য পঞ্চম পর্য্যন্ত একটী সাধন দেওয়া হইল। রাগাদি বাজাইতে বাজাইতে আর আর সুরনিচয় ক্রমে অভ্যস্ত হইবে।

১৮। সা ঋ সা, সা ঋ গ ঋ সা, সা ঋ গ ম

গ ঋ সা, সা ঋ গ ম প ম গ ঋ সা।

পূর্ব্বোক্ত সাধনগুলি পুনঃপুন অভ্যাস করিলে স্বর জ্ঞান, গ্রাম ও মাত্রা বোধ এবং অঙ্গুলিগুলি যথাস্থানে পতিত হইবে, এরূপ ভরসা করা যায়। যাহা হউক, এক্ষণে দুই চারিটী অসংযুক্ত স্বরের গত শিখিয়া পরে বেহালা যন্ত্রের প্রধান অলঙ্কার তানের বিষয় লিখিত হইবে। বিকৃত স্বরের সাধনগুলিও ক্রমে এই সঙ্গে দেওয়া হইবে। নচেৎ, শিক্ষার্থিগণের একটা স্বতন্ত্র মহাকার্য্য পড়িয়া থাকে। বিকৃত স্বরগুলি ভাল রূপ অভ্যাস করা প্রয়োজন; কারণ, করুণ রসাত্মক ভাল ভাল রাগ রাগিণীগুলি ঐ উপাদানে গঠিত।

দুইটী স্বরের মধ্যস্থলের স্বরটীকে উচ্চ স্বরের কোমল অথবা নিম্ন স্বরের তীব্র অর্থাৎ চড়ী সুর কহে। যেমন সা, ঋ, ইহাদের মধ্যস্থলে কোমল ঋ অথবা চড়ী সুর। কিন্তু হিন্দু-সঙ্গীতে সুর ও পঞ্চমের কোন বিকৃতি ভাব ঘটে না, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত উভয় স্বরের মধ্যস্থ স্বরটীকে শুদ্ধ কোমল ঋষভ কহে। আবার সুর ও কোমল ঋষভ ইহাদের মধ্যের সুরটীকে অতিকোমল ঋষভ কহা যায়। এই নিয়মে কোমল, অতিকোমল, তীব্র, অতিতীব্র আদি সুর স্থির করিয়া লইবেন।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### গত প্রকরণ।

দুই, তিন বা ততোধিক বর্ণ একত্র হইলে যেমন একটী পদ হয়, সেই রূপ দুই তিন বা ততোধিক স্বর সংযোগে এক একটী ছন্দ হইয়া থাকে। ঐ রূপ কতকগুলি ছন্দ, কোন তালানুগত মাত্রায় সংযুক্ত হইলে তাহাকে পদ কহে। মন মুগ্ধকর স্বর সংযোগে ঐ রূপ দুই চারিটী পদে কোন রাগাদির মূর্ত্তি প্রকাশ করার নাম গত। গতের যে পদটী প্রথমে ধরা যায়, তাহাকে আস্থায়ী এবং পরে যে উচ্চ সুরের পদটী বাদিত হয়, তাহাকে অন্তরা কহে। অনন্তর খাদ সুরের ও অন্তরার ন্যায় উচ্চস্বরের যে শেষ দুইটী পদ, তাহাকে যথাক্রমে সঞ্চারী ও আভোগ কহে। কিন্তু, গান ও আলাপ ভিন্ন, গতে সেরূপ পদ বড় ব্যবহার নাই। গত বাজাইবার সময় উপেজ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ দ্বারা তাহাকে শোভিত করিতে পারিলে অতি মিষ্ট শুনায় এবং গতও বিস্তৃত হয়। ঐ রূপ উপেজ বাজাইয়া, পরে আস্থায়ী ধরাই রীতি।

পদের শেষে ( । ) এই রূপ দণ্ড চিহ্ন থাকিলে পদ বা গুস্মাদার শেষ বুঝিতে হইবে। যে পদের অন্তে এই রূপ ( ॥ ) দুইটী দণ্ড থাকিবে, তাহা দুই বার বাজাইতে হইবে। যদি একাধিক পদ হইতে বাজাইতে হয়, তবে যে স্থান হইতে বাজাইতে হইবে, সেই স্বরের মস্তকে ও ঐ দুইটী দণ্ডের মস্তকে সমান অঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত হইবে। পদ সম্পূর্ণ জ্ঞাপন চিহ্ন :: এইরূপ। যে তারে যে স্বর আছে, যদি তাহার বাম পার্শ্বের তারে সেই স্বর বাহির করিতে হয়, তবে তাহার মস্তকে □ এই রূপ একটী চতুষ্কোণ চিহ্ন প্রদত্ত হইবে। বিকৃত স্বরদিগের মধ্যে যদি কোন সময় প্রকৃত স্বর বাজাইবার আবশ্যক হয়, তবে সেই স্বরের মস্তকে ⊙ এই রূপ চক্র চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে। গ্রাম ও স্বরের কোমলকড়ী আদি চিহ্ন যথাস্থানে দেখিয়া লইবেন।

---

## গত।

### আলেয়া—মধ্যমান।

গ ম গ ঋ গ প ধ নি র্সা ধ নি প |

ঋ ঋ গ ঋ ম প গ ম ঋ সা | সা সা

সা গ ম প প ধ নি | র্সা র্ঋ র্সা নি র্সা নি

ধ প ম গ ঋ ::

### বিভাস ম বিবাদী—মধ্যমান।

ধ ঋ সা ঋ গ প ধ প ধ র্সা র্ঋ র্সা |

নি় র্সা | গ ম প নি র্সা র্ঋ র্সা নি প ধ

প ম গ ম গ ঃঃ

উদারায় প্রকৃত নিষাদ যথা ( নি় ) কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা ও কোমল নিষাদ যথা ( নি় ) অনামিকা দ্বারা বাজানই সুবিধা। তবে মূর্চ্ছনার সময় স্বতন্ত্র ব্যবস্থা।

খাম্বাজ—নি—মধ্যমান।

র্সা নি র্সা ধ নি প ধ ম প ধ ধ নি নি ধ ||

র্সা র্ঋ র্সা র্ঋ র্ঋ র্ঋ র্সা নি নি ধ | র্সা ম গ ম

প ধ নি র্সা র্ঋ র্ঋ র্সা র্সা নি নি ধ ঃঃ

খাম্বাজে প্রকৃত ও কোমল দুইটী নিষাদই ব্যবহার হয়। প্রকৃত নিষাদ গুলি চক্র চিহ্ন দ্বারা পৃথক করা হইয়াছে। যাহা হউক কোমল স্বরগুলি অঙ্গুলিগত করিতে বিশেষ যত্নবান হইবেন।

সোহিনী—ঋ। প বিবাদী।

একতালা।

ধ নি } র্ঋ র্সা র্সা র্সা নি র্সা নি নি ধ |

গা ম ধ ম ম গা গা ঋ ঋ সা |

সা সা গা ম গা ম ধ ধ সা সাঁ সাঁ |

সাঁ ঋঁ ঋঁ সা নি সাঁ নি ধ ধঁ নিঁ ঃঃ

এই গতটীর প্রথমেই ধ নি } এইরূপ বন্ধনীগত পদটীকে পূর্ব্বপদ কহে। গত যত বারই কেন বাজান হউক না, সর্ব্ব প্রথম ধরিবার সময় ভিন্ন অপর সকল সময়ই উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে কোন গতে ঐরূপ দেখিবেন তাহা ঐরূপে বাজাইবেন।

## ইমন। ম (১)

### ঢিমে-তেতালা।

সা ঋ } গা গা ক্ষ ম ক্ষ গা ঋ গা ম ম

ক্ষ ধ নি ধ ক্ষ ম গা | সাঁ নি ধ নি ক্ষ ধ ক্ষ

ম ক্ষ ঋ গা ধ ম ক্ষ গা ঋ গা সা ঋ |

গা গা গা ক্ষ ম ক্ষ ধ ধ ধ নি ধ নি সাঁ

(১) মূদারা গ্রামের কড়ি মধ্যম কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা বাজাইবেন। কিন্তু মূর্চ্ছনা বাজাইবার সময় অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারাই সুবিধা।

নি নি সা | সা ঋ গ ঋ সা নি ঋ সা নি ধ

প ম প গ ‖ ঋ গ ম ম প ধ নি ধ সা

নি সা প ম প গ ঋ গ সা ঋ ঃঃ

সিন্ধু—নি গী—মধ্যমান।

ঋ ম প সা নি ধ ম ম প গ ঋ | নি সা

ঋ ম সা ঋ ম প সা নি ধ প ম গ ঋ সা ‖

নি ধ নি গ ঋ সা ঋ ম ম গ | নি ধ

নি প ধ নি সা ম প ম গ ঋ সা ঃঃ

গতের কোমল স্বরগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। নচেৎ গত কখনই মিষ্ট হইবে না। ঠিক কোমল স্বরে অঙ্গুলি পাত করিতে অবশ্য একটু কসরৎ আবশ্যক হইবে।

বাহার—নি গী—একতালা।

প সা নি সা সা ধ নি প ম প |

গঁ ম গঁ নিঁ ধ ধঁ প, গঁ ধ নিঁ সাঁ নি সাঁ

ধাঁ সা নি ধ গঁ ম গঁ, সাঁ ধা গঁ ধা সা নি ধ

ধ নি সা ধা সা |

নি

হ্রস্বমাত্রা।

প ধ প ম গ ম প ধ নিঁ সা নিঁ ধ

ধা সা নি ধ সা নি ধ প নি ধ প ম গঁ ধা সাঁ,

ধ নি সা ধা সা নি ধ প ম প ধ নি সা

গ ম ধা গ মঁ পঁ সাঁ নিঁ ধঁ মঁ গ |

উপরিস্থ বিকৃত স্বরের সাধনগুলি অভ্যস্ত হইতে কিছুকাল বিলম্ব হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া ব্যস্ত হইবেন না। একমাত্র কসরৎই সঙ্গীতের জননী। যে বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলে সমাজ মধ্যে যথেষ্ট আদর ও সম্মান পাওয়া যায়, তাহা অনায়াসে উপার্জ্জিত হইবার নহে। তবে যত্ন, পরিশ্রম ও একাগ্রতা থাকিলে ইহাতে যে সফলকাম হইতে পারিবেন, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, সাধনগুলি নিয়ত না বাজাইয়া ঐ সঙ্গে সঙ্গে গতগুলিও অভ্যাস করিবেন। ফলত, অঙ্গুলি-নিচয় যাহাতে ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থরে পতিত হয়, সেই রূপ কসরৎই প্রয়োজনীয়।

## আসালঙ্কৃত গত।

মিশ্র বেহাগ———মধ্যমান।

আস্থায়ী।

সাঁ গাঁ মাঁ গাঁ | পা ম গ ম গ ঋ সা নি ||

পা পা ধ নি ধ পা ম গাঁ | পা ম গ ম

গ ঋ সা নি |

অন্তরা।

পা নি সাঁ সাঁ নি | সাঁ ঋ ঋ সা নি সাঁ ||

পা পা ধ নি ধ পা ম গাঁ | পা ম গ ম

গ ঋ সা নি ::

খাম্বাজ—নি—মধ্যমান।

বিলম্বিত লয়।

সাঁ গাঁ ম গ ম পা | ম গ ম গ ম প ধ নি

পাঁ ধাঁ প মাঁ গ মাঁ গাঁ ||

+ ৩ ০ ১

সাঁ নিঁ সাঁ নি সাঁ সাঁ নি সাঁ নি সাঁ নি সাঁ ধা |

+ ৩ ০ ১

নি ধ নি প ধ ম প সাঁ ধ নি সাঁ নি ধ প ধঁ |

+ ৩ ০ ১

ম গ ম গ ম প ধ নি পঁ ধঁ প মঁ গ মঁ গঁ ঃঃ

খাম্বাজে দুইটী নিষাদই ব্যবহৃত হয়, এইজন্য প্রকৃত নিষাদ গুলিতে কোন চিহ্ন দেওয়া হইল না।

উপেজ।

+ ৩ ০

গ ম; প সা নি সা ধ নি ধ নি প ধ প ধ

১ + ৩

প ম গ ম | প সা নি সা ধ নি ধ নি

০ ১

প ধ প ধ প ম গ ম ঃঃ

এই গতটীর প্রথম পদের শেষে প এর উপর ও সর্ব্বশেষে গ এর উপর দুই দুইটী করিয়া মাত্রা দেওয়া আছে। ঐ প কিম্বা গ যাহার পরই কেন উপেজ ধরুন না, উহাদের একটী মাত্রা ছাড়িয়া দিতে হইবে। সেই মাত্রাটি উপেজের প্রথম গ ম তে পূর্ণ হইবে। গতটী তিন চারি বার বাজাইয়া পরে উপেজ বাজাইবেন। উপেজ বাজাইবার পর পুনরায় আস্থায়ী ধরাই রীতি।

### ইমন—র্ম—মধ্যমান।

সা নি সা ঋ } গ র্ম গ র্ম গ ঋ গ নি ধ ধ

নি ধ নি | সা নি সাঁ নঁ সা ধ প র্ম প

গ ঋ গ ঋ সা নি সা ঋ ||

সাঁ সাঁ নঁ সা ধ সাঁ নি সাঁ ঋ সা নি সা

ধ প ঋ | গ প ধ প র্ম প প র্ম প

গ ঋ গ ঋ সা নি সা ঋ ঃঃ

### উপেজ।

নি সাঁ ধ নি সাঁ ধ প র্ম প প ঋ গ ঋ

ঋ গ ঋ সাঁ নি সাঁ সা ঋ ঃঃ

এক্ষণে পুনরায় গত ধরুন। গত বাজাইবার সময় তালের সম, ফাঁক ইত্যাদির হিসাবটা ঠিক রাখিবেন, অর্থাৎ গতটী কোন্ তালে ধরণ, উপেজটী বা কোন্ তালে এই সকল বিষয় একটু চিন্তার মধ্যে আনা উচিত। তাহা হইলে, তাল ও স্বর-লিপির মর্ম্ম সহজে হৃদ্গত হইবে।

## সিন্ধু—গী নি—মধ্যমান।

সা ঋ গী ঋ গী ঋ সা ঋ | নি ধ নি ধ প ধ

ম প ধ ম গী ঋ সা ঋ নি ‖

প সাঁ সাঁ নি সাঁ ঋঁ সাঁ নি ধ নি প ধ ম |

প ধ নি সা নি ধ প ধ ম প ধ ম গী ঋ

সা ঋ নি ‖

নি ধ নি ঋ ঋঁ গীঁ সাঁ মঁ | ঋঁ গীঁ ঋ সা ঋ

পঁ মঁ গীঁ ম ঋ গী সাঁ ‖ সা ঋ ম ম পঁ

নি ধ নি ধ প ধ ম | প ধ নি সা নি ধ প ধ

ম প ঋ ম গ ঋ সা ঋ নি ঃঃ

উপেজ।

১ম। সা ঋ ম প ধ নি সাঁ নি ধ প ম গ

ঋ সা নি ঃঃ

২য়। সা ঋ ম প ধ ধ ধঁ ধঁ ধঁ নি ধঁ নি সা

ধঁ নি সাঁ নি সা নি ধ | ম পঁ ধ নিঁ ধ প

ম প ঋঁ গ ঋঁ গ ম ঋ ম গ ঋ সা নি ঃঃ

৩য়। বর মসি ধারা তরুতল বাসঃ।
বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাসং॥
বরমপি ঘোরে নরকে পতনং।
নচ ধনগর্ব্বিত বান্ধব শরণং॥

১ম বার ২য় বার

উপরিস্থ গতটীতে ম গ ম ॥ ম । এইরূপ বন্ধনী বেষ্টিত যে দুইটী পদ দেখিতেছেন, যাহা দুই বার বাজাইবার সঙ্কেত স্বরূপ দুইটী দণ্ড দ্বারা পৃথক্ হইয়াছে, উহার পূর্ব্বটীর নাম প্রথম পদ ও শেষটীর নাম দ্বিতীয় পদ। গত প্রথম বার বাজাইবার সময় প্রথম পদ এবং দ্বিতীয় বার বাজাইবার সময় দ্বিতীয় পদ বাজাইবেন। সুতরাং, প্রথম বারে দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় বারে প্রথম পদ বাজান হইবে না। উভয় পদে অবশ্য মাত্রা সমান থাকিবে। যে যে স্থলে এইরূপ দেখিবেন, সেই সেই স্থলে ঐরূপই ব্যবস্থা।

## প্রভালঙ্কার বা গিট্‌কিরী।

এই অলঙ্কারটী আসের অন্তর্গত হইলেও ইহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহা সঙ্গীতের অতি উজ্জ্বলতম রত্ন। কণ্ঠে কিম্বা বেহালাদি যন্ত্রে ইহা যথারীতি প্রদত্ত হইলে, সঙ্গীত অতি মধুরতায় পরিণত হয়। "সোরির" টপ্পা শুদ্ধ এই অলঙ্কারেই ভূষিত; এই জন্য শ্রবণমাত্রেই উহাতে সাধারণের মন মুগ্ধ হয়। বেহালার গতগুলি যে শুনিতে মিষ্ট লাগে, তাহারও কারণ ঐ। আবার আলাপাদির সময় এই অলঙ্কারটী উপযুক্ত স্থানে পরাইতে না পারিলে মূর্ত্তিটী মনোমোহিণী সাজে সজ্জিত হয় না। এই জন্য প্রভালঙ্কারটী উত্তম রূপে অঙ্গুলিগত করা কর্ত্তব্য।

ছড়ের একটানে এবং এক মাত্রা কালে অব্যবহিত পর পর গুটীকতক স্বর সংযোগে একটী ছন্দ হইলে, তাহাকে প্রভালঙ্কার বা গিট্‌কিরী কহে। মাত্রা যদি দ্রুত হয়, তবে উহা দুই মাত্রায়ও সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রভালঙ্কার সাধারণতঃ একই প্রকার, কিন্তু দুই একটী স্বরের সংযোগ বিয়োগে তাহা আবার বিবিধ বর্ণে প্রকাশিত হয়। তাহার মধ্যে সরল ও মিশ্র নামে যে দুইটী অধিকাংশ স্থলে প্রয়োগ হয়, সেই উভয় জাতীয় গুটীকতক সাধন নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। সাধনগুলি এক মাত্রানুগত করিলে প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে কঠিন হইবে বিবেচনায় দুই মাত্রায় পূরণ করা হইল।

## প্রভালঙ্কার সাধন। (১)

### সরলপ্রভা।

ঋ সা ঋ সা নি সা

গ ঋ গ ঋ সা ঋ

ম গ ম গ ঋ গ

প ম প ম গ ম

ধ প ধ প ম প

নি ধ নি ধ প ধ

সাঁ নি সাঁ নি ধ নি

ঋ সা ঋ সা নি সা

### মিশ্রপ্রভা।

নিঁ সা ঋঁ সা ঋ সা নি সা

সাঁ ঋ গঁ ঋ গ ঋ সা ঋ

ঋঁ গ মঁ গ ম গ ঋ গ

গঁ ম পঁ ম প ম গ ম

মঁ প ধঁ প ধ প ম প

পঁ ধ নিঁ ধ নি ধ প ধ

ধঁ নি সাঁ নি সা নি ধ নি

নিঁ সা ঋঁ সা ঋ সা নি সা

### একমাত্রানুগত—সরলপ্রভা।

ঋঁ সা ঋ সা নিঁ সা

মঁ গ ম গ ঋঁ গ

### একমাত্রানুগত—মিশ্রপ্রভা।

নিঁ সা ঋঁ সা ঋ সা নিঁ সা

ঋঁ গ মঁ গ ম গ ঋঁ গ

উপরিস্থ দ্বিমাত্রানুগত সরল ও মিশ্র সাধনগুলি উত্তম রূপে অভ্যাস করিয়া শেষে ঐ সাধনগুলিকে একমাত্রানুগত করিয়া বাজাইবেন। ঔদাস্য করিয়া একটীও পরিত্যাগ

(১) প্রভালঙ্কার বাজাইবার সময় অঙ্গুলী ঠোকরের সুর পূর্ণ না হইয়া একটু নরম হইলেও তত দোষ হয় না।

করিবেন না। এই অলঙ্কারই বেহালায় মিষ্টতা সম্পাদনের অদ্বিতীয় সহায়। সাধনগুলি শুদ্ধ প্রকৃত স্বরে দেওয়া হইয়াছে; শিক্ষার্থিগণ ঐ গুলিকে বিবিধ বিকৃত স্বরে ও গ্রামান্তরে পরিণত করিয়াও অভ্যাস করিবেন। অঙ্গুলীর ঠোকরগুলি যাহাতে সজোরে পতিত ও নিয়মিত হয়, সে বিষয়ে যত্নশীল হইবেন। কিছুদিন সাধন করিতে করিতে যখন দেখিবেন অঙ্গুলিগুলির মস্তকে বিলক্ষণ জোর দাঁড়াইয়াছে, তখনই বুঝিবেন অনেকটা সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। যাহা হউক, ইহার পরে যে সমস্ত গত দেওয়া হইয়াছে, তাহাও এই সঙ্গে অভ্যাস করিবেন।

নেহারাদি ভাল ভাল গতগুলি, আস, প্রভা, গমক, মূর্চ্ছণা প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত; এই জন্য, গমক এবং মূর্চ্ছণালঙ্কার দুইটীও এই স্থলে লিখিত হইতেছে।

### গমক।

স্বর কম্পনের নাম গমক। কোন একটী সুরে অঙ্গুলীপাত করত অতি দ্রুততার সহিত ঘর্ষণ যোগে সেই সুরকে কম্পিত করার নাম গমক। উহার চিহ্ন ៣ এই রূপ গজ-দুন্তাকৃতি।

### সাধন।

সাঁ ধ প নি সাঁ ধ ম ঋ

### মূর্চ্ছণা। (১)

কোন একটী সুর স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছেদ গতিতে তদপেক্ষা উচ্চ অথবা নিম্ন সুরে গিয়া মিশ্রিত হইবার নাম "মূর্চ্ছণা"। সুতরাং মূর্চ্ছণা দ্বারা বিভিন্ন স্বরের পরস্পর সংযোগ কার্য্য সাধিত হইয়া সেই সুর সুললিত গম্ভীরতায় পরিণত হয়। সুনিপুণ চিত্রকর হস্তে বিভিন্ন বর্ণদ্বয় যেরূপ শেড্‌ সংযোগে মিলিত হয়, মূর্চ্ছণা দ্বারাও সুর-সম্মিলন তদ্রূপ হইয়া

---

(১) হিন্দু সঙ্গীতে মূর্চ্ছণার সংখ্যা একবিংশতি, তাহাদের নাম যথা;—১ গোপী। ২ বিস্তারিণী। ৩ চৈবত্র মাল্যা। ৪ রামিণী। ৫ আলাপনী। ৬ বয়স্কা। ৭ প্রমোদিনী। ৮ সঙ্কোচিকা। ৯ বিহারিণী। ১০ নির্ম্মলী। ১১ কামিনী। ১২ প্রলাপিকা। ১৩ বিনোদিনী। ১৪ শিখরা। ১৫ লজ্জা। ১৬ আধারিণী। ১৭ বিশ্রামিণী। ১৮ কোমলী। ১৯ আনন্দী। ২০ দীর্ঘিকা। ২১ আমোদিনী—মতান্তরে ইহাদের অন্য নামেরও উল্লেখ আছে।

থাকে। এই জন্য রাগাদি বাজাইবার সময় মূর্চ্ছনালঙ্কারের বিশেষ প্রয়োজন হয়। হিন্দু-সঙ্গীতে এই মূর্চ্ছনাই সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার এবং ইহা বাজাইতেও একটু স্বর-জ্ঞানের আবশ্যক। মূর্চ্ছনার চিহ্ন ~~~~~~~ এইরূপ শৃঙ্খলের ন্যায়। যে যে স্বরের নিম্নে উহা প্রযুক্ত হইবে, তাহা মূর্চ্ছনাগত বুঝিতে হইবে।

## দৃষ্টান্ত।

নি সাঁ নি সাঁ নি সাঁ | গ ম গ ম গ ম |

উপরিস্থ দুইটী ছন্দের প্রথম নি ও গ গ্রহস্বর। উহার সুর বাহির হইবে না; অতি দ্রুততার সহিত উহাদের অব্যবহিত স্বর সা ও ম তে সুর মিশ্রিত হইয়া সেই একই টানে মাত্রানুযায়ী পর পর সুরগুলি একটি অঙ্গুলীর ঘর্ষণে বাহির হইবে। এক্ষণে এই কথাটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মূর্চ্ছনা বাজাইবার সময় সুরগুলির ধারণায় যদি সন্দেহ থাকে, তবে অগ্রে তাহা আসে বাজাইয়া সুর বুঝিয়া লইবেন, তাহার পর মূর্চ্ছনায় আনিতে অনেক সুগম হইবে।

সুরের নিম্নে ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্কপাত থাকিলে যথাক্রমে তর্জ্জনী, মধ্যমাদি অঙ্গুলী বুঝিতে হইবে।

## মূর্চ্ছনা-সাধন।

মূর্চ্ছনা বাজাইবার সময় অঙ্গুলী নির্দ্দেশের সাধারণ সঙ্কেত এই যে, মূর্চ্ছনার অন্তর্গত যে সুরটী সকলের নিম্ন, সেই সুরের অঙ্গুলীই ব্যবহার্য্য।

২। ঋঁ গ ঋঁ ঋ মঁ ঋ পঁ ধ সা ধ প

১ ০ ১ ১

মঁ গঁ ম ঋঁ সা |

২

৩। গ ম গ ম গ গ পঁ ম পঁ ধ নি ধ নি ধ

০ ২ ০ ৩ ০ ১

ধ সাঁ |

০ ১

৪। ম গঁ ম গঁ ঋঁ গঁ ঋ সা প সা সা নি

০ ২ ১ ০ ২ ২

ধঁ নিঁ ধ প ম ম গঁ ঋঁ গঁ ঋ সাঁ |

১ ০ ২ ১

৫। ম্ প্ সাঁ নি্ সাঁ, ম্ প্ সাঁ নি্ সাঁ

১

ঋঁ প মঁ ঋ সা, ঋঁ পঁ মঁ ঋ সা |

১

এই পঞ্চম সাধনটী, প্রথম আগে এবং পরে মূর্চ্ছ্ণার যেরূপ দেখান হইয়াছে, আর আর সাধন, গত ও আলাপের মূর্চ্ছ্ণাও ঐ রূপে অভ্যাস করিবেন।

## ঝিঁঝিট—নি—মধ্যমান।

সা ঋ } গঁ মঁ ঋঁ গ মঁ গ ম গ ঋ গ

সাঁ নি় ঋঁ সা ঋ সা নি় সা | ধ় নি় প় . ধ়

ঋ গঁ ম গ ম ঋঁ গ সাঁ ঋঁ সা ঋ সা নি় ধ় পঁ

১ম বার ২য় বার

ধ় সা ঋ ‖ ধ় | ম় প় ম় প় সা ঋঁ গ ঋ গ সাঁ

সাঁ ঋঁ সা ঋ সা নিঁ ধ় পঁ ধঁ ‖

মঁ গঁ ম প ধ নি সাঁ নি ধঁ পঁ ধঁ প ধ প ম |

গঁ গ ম ঋঁ গ মঁ গ ম গ ঋ গ সাঁ |

ধ় নি় প় ধ় ঋ গঁ ম গ ম ঋঁ গ সাঁ ঋঁ সা ঋ সা

নিঁ ধ্ অঁ ধ্ সা ঋ :: *

হাম্বির—র্ম—মধ্যমান।

ঋ র্ম } ধ নিঁ সা নি সা ধঁ সাঁ নি ঋঁ সাঁ

ঋ সাঁ নি সাঁ নি ধ নিঁ সা নি সাঁ নিঁ ধ অ

অঁ র্ম ধঁ অ ধ অ গ র্ম | ধ নিঁ সা নি সা ধঁ

সাঁ নি ঋঁ সা ঋ সা নিঁ সা নি ধ নিঁ সা নি সা

নিঁ ধ অ অঁ র্ম ধঁ অ ধ অ ঋঁ সা | ঋ সা ধ অ

র্ম অঁ র্ম অঁ ঋ গঁ অ গঁ অ অঁ অঁ ঋ সা

নি সাঁ নি সাঁ ::

* আসের রেখা উভয় পঙ্ক্তিতে থাকায় তাহাদের দুইটীর সংযোগ-স্থল একটু বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইল।

সাঁ নি সাঁ র্ম র্ম গ ম গ প র্ম ধ প সাঁ নি সাঁ ঋ

সাঁ নি সাঁ ঋঁ প র্ম গ র্ম ঋঁ সা নি সাঁ নি সাঁ ::

কালাংড়া—নি ঋ ম র্ম—মধ্যমান।

ধ নি } ঋ র্ম গ মঁ পঁ ম প ম গঁ মঁ গ ম গ

ঋ গ সাঁ ঋঁ সা ঋ সা নি সা | নি ধ নি ধ নি সা ঋ

সাঁ ঋ সা ঋ সা নিঁ ধ নিঁ ধ ধ নি ‖ ধ |

১ম বার ২য় বার

র্ম মঁ গঁ র্ম গ মঁ পঁ ম প ম গঁ মঁ গ ম গ

ঋ গ সাঁ ঋঁ সা ঋ সা নি সা | নি ধ নি ধ

নি সা ঋ সাঁ ঋঁ সা ঋ সা নিঁ ধ নিঁ ধ ‖

সাঁ নি সাঁ ধ প ধ প ম গ ঋ ঋ | ধ প

প প নি ধ নি সাঁ সাঁ ধ নি | সাঁ ঋঁ ঋ

সাঁ নি সাঁ ধ নি পঁ ম গ ঋ ঋ | ঋঁ গঁ ম গঁ

ম প গ ম ঋ সা সা সাঁ সাঁ সা মঁ গ মঁ

পঁ পঁ প নি ধ নি | সাঁ ঋঁ ঋ সাঁ নি ধ নি সাঁ

সাঁ ধ নি সাঁ ঋ গঁ মঁ পঁ মঁ গঁ ঋ সাঁ নি ধ প

ম গ ঋ ঋ ::

## সিন্ধুড়া—নি গী—ঢিমেতেতালা।

সা সা } ঋঁ মঁ ম পঁ ধঁ, ধঁ সাঁ নি ধ প,

মঁ গী মঁ পঁ, মঁ গী ম গী ঋ সা ‖

সা ঋ গী ঋঁ গীঁ ঋ সা, ঋ মঁ ম পঁ ধঁ, মঁ পঁ প

সাঁ নি সাঁ, নি ধ পঁ ম গী ঋ সা সা ‖

মঁ পঁ প সাঁ নি সাঁ, ঋঁ মঁ গীঁ গীঁ মঁ ঋ সাঁ,

সাঁ নি সা নি ধঁ নি প ধ, মঁ গী ম গী

ঋ গী সা ::

## লচ্ছী—নি—মধ্যমান, দ্রুতমাত্রা।

নিতান্ত সাধারণ হইলেও ছাত্রদিগের অনুরোধে এই গতটী প্রদত্ত হইল।

ধঁ ধ ধ নিঁ ধঁ প ধ ম পঁ মঁ প নি ধ পঁ

ম গী | সা প প মঁ প প সাঁ ' নি ধঁ প মঁ ‖

নি নি নি সাঁ সাঁ সাঁ ' সাঁ ঋ নি সা ঋ গ |

ঋ সা নি সাঁ সাঁ সাঁ ' সাঁ ঋ নি সা ঋ গ |

ঋ সা নি সাঁ সাঁ সাঁ ' প সা নি ধ প ম ::

নিম্নের তিনটী গত রাজ শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের সঙ্গীত-সমাজ হইতে, গুরুদেব ৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা প্রস্তুত। যদিও এই গত অনেকেই অবগত আছেন, তথাপি উহার মিষ্টতার পক্ষপাতী হইয়া এই পুস্তক সন্নিবিষ্ট করিলাম।

## আড়ানা বাহার—নি গী—পঞ্চমসোয়ারি।

প সা নি সা, ধ ধ নি প ম ম, ম প ধ নি প

প ধ, ম প ম ধ প ম ঋ | গ গ ম ঋ,

সা ঋ গ সা সা সা, ঋ ম প ধ ম প নি সা,

নি ঋ সা নি প ম ‖

নি নি নি নি, নি সা ঋ সা সা সা, নি সা ঋ

ঁ ঋঁ ঋঁ সাঁ, নি ঋঁ সাঁ নি প ম ‖ মঁ প নিঁ সাঁ,

ঋঁ মঁ গঁ মঁ ঋঁ সাঁ, নিঁ সাঁ ঋঁ ঁ ঋঁ ঋঁ সাঁ,

নি ঋঁ সাঁ নি প ম ঃঃ

কেদারা—ম ম—মধ্যমান।

সাঁ } মঁ মঁ ম ম ম গ প ম ধ প প | মঁ গঁ

প প গ ম ঋ সা নি় সা ‖ সাঁ নি নি ধ নি ধ

প ধ প | মঁ গঁ প প গ ম ঋ সা নি় সা ‖

প ম ধ প প প সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ | নি সাঁ নি নি

ধ নি ধ ধ প প | মঁ মঁ ঋঁ সাঁ গঁ ম সাঁ নি সাঁ |

মঁ গঁ প প গ ম ঋ সা নি় সা ‖

ঝিঁঝিট—নি—মধ্যমান।

ঋ সা নি ধ নি ধ প, সা নি সা ‖ নি সা ঋ সা

ঋ ঋ, সা নি সা গ গ গ | সা নি সা ম ম ম,

গ ঋ গ ঋ সা সা ‖ ধ সা নি ধ নি ধ প,

প ম প | ম গ সা, ঋ ঋ গ ঋ | ঋ গ ম প

ম ম, গ ঋ গ ঋ সা সা ঃঃ

## যুক্তালঙ্কার।

বাদী সম্বাদী প্রভৃতি অনুপাতে দুই তিনটী অনুকূল সুর একত্র বাদিত হইলে যে সুমধুর সুর প্রস্তুত হয়, তাহার নাম যুক্তালঙ্কার। ইহা ইউরোপীয় সঙ্গীতের পক্ষে যেরূপ অনন্য প্রধান ভূষণ, হিন্দু সঙ্গীতের অনুকূলে সেরূপ উপযোগী নহে। তথাপি গত কিম্বা আলাপাদি বাজাইবার সময় সাবধানে স্থান বিশেষে এই অলঙ্কারটী সংযোগ করিতে পারিলে মূর্ত্তিটীকে নব নব বর্ণে সুরঞ্জিত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার বাহুল্য ব্যবহার হারমোনিয়ম ও পিয়ানো যন্ত্রেই অধিক হইয়া থাকে। বেহালায় দুইটীর অধিক সুর সংযোগ হয় না। যাহা হউক, নিম্নে উহার গুটীকতক সাধন মাত্র প্রদত্ত হইল।

যুক্তালঙ্কারের সাধনগুলি লিখিবার পূর্ব্বে হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রে সাতটী স্বরের সহিত সাতটী বর্ণের যেরূপ সাদৃশ্য উপমিত হইয়াছে, তাহা শিক্ষার্থিগণের অবগতির জন্য এই স্থানে লিখিত হইল ; যথা—

কৃষ্ণ বর্ণো ভবেৎ ষড়্জো, ঋষভ স্তুকপিঞ্জরঃ।
কনকাভস্থ গান্ধারো, মধ্যঃ কুন্দ সমপ্রভঃ ॥
পঞ্চমস্ত ভবেৎ পীতো, ধূসরং ধৈবতং বিদুঃ ।
নিষাদঃ শুকবর্ণস্যাৎ ইত্যতঃ স্বরবর্ণতা ॥ নারদসংহিতা।
তথা যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা।

অর্থাৎ ষড়জ কৃষ্ণবর্ণ, ঋষভ ধূম্র, গান্ধার স্বর্ণ, মধ্যম শ্বেত, পঞ্চম হরিদ্রা, ধৈবত ধূসর এবং নিষাদ হরিৎ বর্ণের সহিত উপমিত। ইউরোপীয় সঙ্গীত শাস্ত্রেও ঠিক ঐ রূপ বর্ণিত আছে। কেবল, হিন্দুদিগের নিকট গান্ধার স্বর্ণ বর্ণ, ইউরোপীয়দিগের নিকট তাহা রক্ত বর্ণ এই সামান্য মাত্র বিশেষ। সুচতুর শিক্ষার্থিগণ বর্ণদিগের অনুকূল মিলনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বর সংযোগ করিতে পারেন। স্বর ও বর্ণ পরস্পরার শ্রবণ ও নয়নানন্দজনক মিলনের নাম অনুকূল মিলন ও বিরক্তিকর মিলনের নাম প্রতিকূল মিলন। ইউরোপীয় ভাষায় যথাক্রমে ঐ দুইটী মিলনকে কনকর্ড ( concord ) ও ডিসকর্ড ( discord ) কহে। যাহা হউক, যুক্তালঙ্কার গ্রহনে বাদী সম্বাদী আদি সুত্র ব্যবহার করিলেই সকল আশা পূর্ণ হইবে।

## সাধন।

ছড়ের একটানে দুইটী স্বর প্রকাশ হইবে।

| স্বজাতীয় সংযোগ | নি় | ম় | সা | | সা | ঋ় | ঋ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | নি় | ম | সা | | সা | ঋ | ঋ | |

মধ্যম তারে কনিষ্ঠ অঙ্গুলী যোগে সা এবং সুর তারে ঐ অঙ্গুলীতে ঋ বাহির হইবে।